CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 August 2022 ■ আগরতলা ৮ আগস্ট ২০২২ ইং ■ ২২ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার নয়াদিল্লীতে নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ছবি-পিআইবি।

নীতি আয়োগের বৈঠকে কৃষি, শিক্ষা ও শহুরে পরিকল্পনা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। নয়াদিল্লিতে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে নীতি আয়োগের গভার্নিং কাউন্সিলের ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান, আয়োগের গভার্নিং কাউন্সিলের সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম পরিকল্পনা ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় কৃষি, শিক্ষা, শহুরে পরিকল্পনা ও নাগরিক সুবিধা কেন্দ্রিক প্রশাসনিক উদ্যোগ।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি সংক্রান্ত নিরাপত্তা, মাটির গুণমান উন্নয়ন এবং কৃষকদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে একটি ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩) হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনায় ৫০,০০০ হেক্টর এলাকায় ভুট্টা ও মাষকলাই চাষ করে শস্য বৈচিত্র্যকরণ করা হবে। সেজন্য এনএসসি থেকে উচ্চ গুণমানের বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়াও রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ও এনএফএসএম প্রকল্পে সংকর জাতীয় ভূট্টা চাষের জন্য ৬,০০০ টাকা প্রতি হেক্টরে এবং মাষকলাই চাষের জন্য ৯,০০০ টাকা প্রতি হেক্টরে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন সংকর জাতীয় ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, ক্লাস্টার ব্যবস্থায় চাষ, সেচের সুবিধা, প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষিকাজে ডিজিট্যাল পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরে স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়নকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কৃষকদের ডাটাবেস তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট পরিচালনগত নীতি নির্ধারন করা হয়েছে। এখন ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড স্যাটেলমেন্ট দপ্তর জমির ডাটাবেসের এপিআই তৈরি করছে। এই দপ্তর ইতিমধ্যে সমস্ত গ্রামের জিও রেফারেন্সিং শুরু করেছে। কৃষকদের ইউনিক আই ডি-এর মাধ্যমে এক ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে তালিকাবদ্ধ করা হবে। এতে সমস্ত কৃষকদের ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে কৃষক কেন্দ্রিক সুবিধা দেওয়া যাবে। ডাল, তৈলবীজ ও অন্যান্য কৃষিজাত ফসলের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ২৩,৭৩২ হেক্টর এলাকা ডাল চাষের আওতায় রয়েছে। যা নাকি রাজ্যের মোট চাহিদার মাত্র ২৪ শতাংশ পূরণ করতে পারবে।

তেমনি রাজ্যের ১৫,১৬৫ হেক্টর এলাকায় যে তৈলবীজ চাষ ও উৎপাদন হয় তা রাজ্যের চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। ন্যাশনাল ওয়েল অন এডিবল ওয়েল-পাম ওয়েল প্রকল্পে রাজ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৩০ হেক্টর এলাকায় পাম ওয়েল চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের সুবিধার্থে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত নেশা সেবন করায় মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার জিরানীয়া থানার মাধববাড়ি এলাকায়। সেখানে একটি গাড়ির মধ্যে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তার পরিচয় জানতে পেরেছে। মৃত যুবকের নাম এরশাদ আলী। বাড়ি মাধববাড়ি এলাকাতেই। তার দুটি সন্তানও রয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে নেশা সামগ্রীর ব্যাপক চোরাচালান হচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জারী থাকলেও লাগাম টানা সম্ভব হচ্ছে না। নেশায় আসক্ত হয়ে বহু পরিবার তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্রামগঞ্জে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ম্যাক্সের সাথে সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গিয়েছে মারুতী ভ্যান। তাতে আহত হয়েছেন দুজন। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ ইট ভট্টা এলাকায়। একজন মহিলা পথচারী রাস্তা অতিক্রম করার সময় এই দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। শ্বশুর বাড়ি থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা রবিবার সকালে ত্রিপুরা সীমান্তে আসামের কাঁঠালতলী গ্রামে। ছয় মাস পূর্বে কদমতলা থানা এলাকার কালাগাঙ্গের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নুর উদ্দিন তাঁর কন্যা রুনা বেগমকে (২৩) বিয়ে দিয়েছিলেন কাঁঠালতলী এলাকার ইন্তাজুল রহমানের সাথে।

৭ আগস্ট রবিবার গৃহবধূর শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে গৃহবধূর ভাইয়ের মোবাইলে সকাল সাতটায় ফোন করে বলা হয় রুনা বেগম অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তাড়াতাড়ি আসার জন্য। এই খবর পেয়ে গৃহবধূর ভাই সহ পরিবারের লোকজন ছুটে যান কাঁঠালতলীতে। তারা গিয়ে দেখতে পান রুনা বেগম শায়ীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গৃহবধূর পরিবারের লোকজন অসুস্থ ভেবে তড়িঘড়ি গাড়ি করে গৃহবধূকে নিয়ে আসেন কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রুনা বেগমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে বাড়িতে ঢুকে সংঘবদ্ধ হামলা, রক্তাক্ত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। শনিবার রাতে সূর্যমণিনগর বিধানসভার অন্তর্গত ঈশান চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনতলির ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীনেশ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালায়। এতে পরিবারের মহিলা সহ মোট পাঁচজন আহত হয়। রক্ষা পায়নি বাড়ির শিশু পর্যন্ত।

জানা গিয়েছে, এদিন দীনেশ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছিল ঠিক তখনই ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দুষ্কৃতিকারী দল দীনেশ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর করে জিনিস পত্র, গাড়ি এবং মারধর শুরু করে বাড়ির লোকজনদের। গুরুতর আহত হয় পাঁচজন। আহতদের চিৎকার শুনে আশেপাশে লোকজন ছুটে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় আমতলির থানার পুলিশ। কিন্তু আক্রান্ত পরিবার ভয়ে পুলিশের কাছে কোন মামলা দায়ের করেনি। বাড়ির মালিক দীনেশ চন্দ্র সরকারের অভিযোগ রাজ্যে এই ধরনের অরাজকতা চলছে। থানায় বিচার চাইলে বিচার পাওয়া যায় না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেডকোর বদান্যতায় বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ট ভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অগস্ট।। ফেডকোর বদান্যতায় বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ট সাধারণ জনগণ। যে কোন সময় ক্ষুব্ধ জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে পারে। বিদ্যুৎ এর বেসরকারিকরণ করার পর বিভিন্ন সংস্থাটি এস ই সি লিমিটেড এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হলো ফেডকো। অনভিজ্ঞতার কারণে বাজে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রধান সবার সেরা ফিডকো। যা বামুটিয়া বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস নিজে স্বীকার করেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চে বসিয়ে।

গত মে মাসের ৬ তারিখ এক যুগে ৭টি পাওয়ার স্টেশন এর উদ্বোধন হয়েছিল রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মনের হাত ধরে। এর মধ্যে একটি বামুটিয়া ৩৩কেবি পাওয়ার স্টেশন এর সূচনা হয়। সেদিন বামুটিয়া বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস ফেডকো সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে ফেডকোকে দায়িত্ব দেওয়ার পর বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ার আগেই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে এবং তিনি সেদিন বিদ্যুৎমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন এই সমস্যার যাতে সমাধান হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এখন পর্যন্ত এই সমস্যার কোন সমাধান হয়নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্যুৎযন্ত্রণা। বৃষ্টি আসার আগেই চলে যায় বিদ্যুৎ।

রাতের বেলায় প্রায় প্রতিদিন গভীর রাতে আচমকা বিদ্যুৎ থাকছে না। এই প্রচন্ড দাবদাহেও বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফেডকো এর অফিসে গেলে বলা হয় কাস্টমার নম্বরে কল করার জন্য। কিন্তু এই নাম্বারগুলিতে একাধিকবার কল করা হলেও কল তোলা হয় না। বরং কল কেটে দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতদিন অতিক্রান্ত হদিশ নেই গন্ডছড়ায় নিখোঁজ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। সাত দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু বাড়ী ফিরে এল না নিখোঁজ সাতাশ বছরের যুবক দীপক। ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবার পরিজনরা। অনাহার অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করেও নিখোঁজ ছেলে বাড়িতে ফিরবে এমন আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে চলেছেন।

সাতদিন পার হলেও পুলিশও কোন সংবাদ দিতে পারেনি নিখোঁজ যুবকের। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে নিখোঁজ যুবকের পরিবারের লোকজনরা। প্রসঙ্গত গন্ডাছড়ার পশ্চিম গন্ডাছড়া এ ডি সি ভিলেজের অন্তর্গত ষাটকার্ডের বাসিন্দা সুখলাল দাস। ওই গ্রামের একজন প্রবীণ এবং দিন মুজুর দিনদরিদ্র হিসাবে পরিচিত সুখলাল দাস।

উনার মধ্যম ছেলে বছর সাতাশের দীপক দাস। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মাসখানেক পূর্বে অভাব অনটনের সংসার কিভাবে চলবে তানিয়ে বাপবেটার মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। তারপর থেকেই দীপক অনেকটা কম কথা বলতো। পরিশেষে আগষ্ট মাসের এক তারিখ ভোর নাগাদ নিজ ঘর থেকে প্রাকৃতিক কাজে যাচ্ছে বলে বের হয়। রবিবার পর্যন্ত বাড়িতে ফিরেনি দীপক। দীপকের নিখোঁজ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় গোটা এলাকায়। অপরদিকে ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাহসর ও কুমারঘাটের পুকুরে মহিলা সহ দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। উনকোটি জেলার কৈলাশহরের চন্ডীপুর ব্লকের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুকুরে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুকুর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনরা দুপুর নাগাদ পুকুরের মধ্যে এক মহিলার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মালিক বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানায় এবং খবর দেওয়া হয় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুকুর থেকে মহিলার ভাসমান মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে খেয়ে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুকুরের মালিকসহ এলাকার লোকজন জানান তারা কেউ ওই মহিলাকে চিনেন না। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ কিভাবে এখানে আসলো।

এটি হত্যাকান্ড কিনা তা নিয়েও স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যাকাণ্ড। পুকুরে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলায় স্ত্রীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করল স্বামী

বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগস্ট।। স্বামীর পরকীয়া স্বচক্ষে ধরা পরায় স্ত্রী উপর শারীরিক নির্যাতন করে লম্পট স্বামী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বহুদিন ধরে সংসারে অশান্তি এমনই অভিযোগ করলেন সুপ্রিয়া দেবনাথ (কাল্পনিক নাম) নামে এক গৃহবধূ। রতন নগর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা রঞ্জু দেবনাথ। এক কন্যা সন্তানও রয়েছে।

তবে সংসারে অশান্তির আগুন প্রায়ই লেগে থাকে। তবে রবিবার ভিন্ন এক চিত্র লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রীর অবর্তমানে পরকীয়ায় লিপ্ত হয় স্বামী রঞ্জু দেবনাথ। কিন্তু স্ত্রী সুপ্রিয়া অপর মহিলার সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে। তখনই স্বামী সুপ্রিয়ার উপর চড়াও হয়ে বলে কাউকে কিছু বললে খুব খারাপ হবে। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ধমকি দেয়। তখনই স্ত্রী আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে বলে আমি সকলকে বলবো এমনকি থানায়ও যাবো। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে বচসা। তখনই স্বামী স্ত্রীর উপর চড়াও হয়ে দা দিয়ে কুপ দেয় মাথায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের লোকজন নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। স্ত্রী সুপ্রিয়া বিশালগড় মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন পুর্বে রঞ্জু তার জন্মদাতা নাবালিকা কন্যাকেও ব্যাবহার করেছে এক বৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই বয়স্ক ব্যক্তি নাকি তার কন্যাকে শ্লীলতাহানি করেছে। গত জুলাই মাসে তার নাবালিকা কন্যাটিকে ব্যবহার করে নগদ ৫০,০০০ টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূলে ধস, রাজ্যে সাইনবোর্ড সর্বস্ব হচ্ছে মমতার দল বাপ্টুসহ দুই সহস্ত্রাধিক ভোটার যোগ দিলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রীতিমতো বোমা ফাটিয়ে কংগ্রেসের ফিরলেন বাপ্টু চক্রবর্তী। আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে বাপ্টু চক্রবর্তীর সহ বেশ কিছু সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নেত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দলের পতাকা তলে সামিল হয়েছেন। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আবারো সাইনবোর্ড সর্বস্ব। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুবল ভূমিকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অতিথি পাখি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদ। অন্যদিকে বাপ্টু চক্রবর্তীর মত যুবনেতা এক ঝাঁক নেতা-নেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে সরাসরি কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। বাপ্টুর দাবি দুই সহস্রাধিক ভোটার যোগদান করেছেন।

তাতে রাজ্যে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেস আবারো সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে রইল। লোকমুখে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে রাজ্যের তৃণমূলের কংগ্রেসের মূল কান্ডারী নিজেই নাকি কংগ্রেসের পতাকা তলে সামিল হওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। রবিবার আগরতলায় আয়োজিত কংগ্রেসের এক যোগদান সভার মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে যুবনেতা বাপ্টু চক্রবর্তী কংগ্রেসের পতাকা তলে সামিল হন। বিগত আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ১৫-১৬ জন আজ বাপ্টু চক্রবর্তীর সঙ্গে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বাপ্টু চক্রবর্তীকে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে রবিবার রীতিমতো রাজকীয় সম্মান দিয়ে কংগ্রেস দলে ফিরিয়ে আনা হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস দলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এ ধরনের নেতাদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য কংগ্রেস গত বেশ কিছুদিন ধরেই তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাতে সুফল আসতে শুরু করেছে।

রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস দলের পতাকা তলে শামিল হয়ে যুবনেতা বাপ্টু চক্রবর্তী বলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি কংগ্রেসের আদর্শে দীক্ষিত। কিন্তু রাজ্যে এমন একটা সময় এসেছিল যখন কংগ্রেসের পক্ষে থেকে রাজ্যের শাসক দলকে মোকাবেলা করা যাবে না ভেবে বিকল্প হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩০৯ ◻ ৮ আগস্ট
২০২২ ইং ◻২২ শ্রাবণ ◻সোমবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া ওঠা ল্যাবগুলো ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া নিতে পারে

স্বাস্থ্য নিয়া সমাজের সব অংশের মানুষ চিন্তিত। স্বাস্থ্যপরিসেবার সুযোগ নিতে প্রতিনিয়ত দৌড়ঝাপ করেন সকলে। নিজে কিংবা পরিবার-পরিজনদের সুস্থ রাখিবার তাগিতে অনেকে চিকিৎসা কেন্দ্রে না গিয়াও বিভিন্ন প্যাথলজি কিংবা ল্যাবে রক্ত পরীক্ষার সহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাইয়া থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাইতে গিয়া অনেকেই ঠকবাজদের খপ্পরে পরিয়া নানাভাবে বিভ্রান্ত হইতেছেন। রাজধানীর আগরতলা শহর শহরতলী সহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই বেশ কিছু সংখ্যক ল্যাব ও প্যাথলজি ব্যাংকের ছাতার মত গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব ল্যাব বা প্যাথলজিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাইয়া মানুষ সঠিক ফলাফল পাইতেছেন না। সঠিক রোগ নির্ণয় না হইলে চিকিৎসা করানো রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া ওঠে। স্বাস্থ্য দপ্তর কালে ভদ্রে এসব বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেও কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইতেছে না। ইহা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কাছে খুবই আতঙ্কের। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে দায়িত্ব ও কর্তব্য শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের যারাই সুস্থ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন?

যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন।

আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িয়াছে?

আমরা বাছিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

সরকার দায়িত্ব পালন করিতেছে না। মিডিয়া কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। প্রশাসন অযোগ্য। এই অভিযোগগুলি তো সারা বছর ধরিয়াই করা হয়। কিন্তু সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কী? আমরা নিজেরা কতটা সামাজিক কর্তব্যপালনে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ? সুযোগ পেলে কাজে ফাঁকি দিই? ঘুষ দিয়া কাজ আদায় করি? কোনওরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিইনি কখনও? স্বজনপোষণ করি? প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক রায় দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সুনাগরিক হিসাবে করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা মুক্ত থাকিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা করিয়া উঠিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিনি হানাহানি কাটাকাটি মারামারি অভিজ্ঞতা সমাজ হইতে দূর হইবে।

বাইশে শ্রাবণ...

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

দিনে তাই বাজে এখনও বিষাদের সেই কালোদিনও। কবির আপন গৃহে খোয়া গেল আমাদের রবি। নিমতার আকাশে কি দেখা যায় একখন্ড বর্ষার কালো মেঘ বাইশে শ্রাবণে? ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ। প্রয়াণ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কবি চেয়েছিলেন, তাঁর শ্রাদ্ধ হবে শান্তিনিকেতনে ছাতিম গাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায়। কথা রেখেছিল শান্তিনিকেতন। কবির মৃত্যুকে শোকসভা করে নয়, বরং নতুন প্রাণের আবাহনের মধ্য দিয়েই তাঁকে চির অমর করে রেখেছে। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকেই বাইশে শ্রাবণ দিনটি বৃক্ষরোপণ উৎসব হিসেবে পালন করে আসছে শান্তিনিকেতন। নিজের জীবনকালেই কবি বহুবার পালন করেছেন বৃক্ষরোপণ উৎসব। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ উত্তরায়ণে নিজের হাতে পঞ্চবটী বেট, অশ্ব, অশোক, বেল, আমলকি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মৃত্যুর পরে সেই বৃক্ষরোপণের দিনটিই স্থির হয়ে গেল বাইশে শ্রাবণ তারিখে। বৈদিক আদর্শ এবং শান্তিনিকেতনের নিজস্ব চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এই উৎসবে। প্রতীকী আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃক্ষচারা রোপিত হয় আশ্রম চত্বরে। পঞ্চকন্যা বৃক্ষরোপণে পঞ্চভূতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অন্য দিকে, পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-এর সঙায় উপস্থিত থাকে পাঠভবন বা শিক্ষাসত্রের খুদে পড়ুয়ারা। আর তুলনামূলক বড়রা তাদের হয়ে পাঠ করে "বনবাণী" কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ।পাঞ্জাবির রং, মাথার মুকুটের নকশা এবং কপালে আঁকা টিপের পার্থক্য দিয়েই আলাদাভাবে চিনতে পারা যায় পঞ্চভূতের প্রত্যেককে। বৃক্ষরোপণের দিন দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে চারাগাছটিকে নিয়ে আসা হয় পূর্বনির্ধারিত স্থানে। সুসজ্জিত কাঠের তৈরি চতুর্দোলায় চারজন পালকি বাহকের কাঁধে চেপে চারাগাছ পৌঁছয় বৃক্ষরোপণের স্থানে। পাশে বেতের তৈরি সুসজ্জিত ছাতা হাতে থাকে দুই ছত্রবাহকও। শোভাযাত্রার একেবারে সামনের সারিতে থাকেন পঞ্চকন্যারা। থাকে উপকরণ। ক্ষিতির পাত্রে মাটি, অপের পাত্রে জল, তেজের পাত্রে প্রাদীপ, মরুৎ-এর পাত্রে তালপাতার পাখা এবং ব্যোমের পাত্রে শঙ। কলাভবনের এক অধ্যাপক বলেন, "যে স্থানে চারাগাছ রোপণ করা হয়, সেই স্থানটিতে একটি উঁচু বালির বেদি তৈরি করা হয়। তার মাঝখানটিকে ফাকা রেখে চার পাশে দেওয়া হয় রঙিন আলপনা। এমন রঙিন স্মরণ অনুষ্ঠান এবং জীবনের বন্দনা বোধহয় রবি ঠাকুরের মৃত্যু দিনেই সম্ভব।"

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

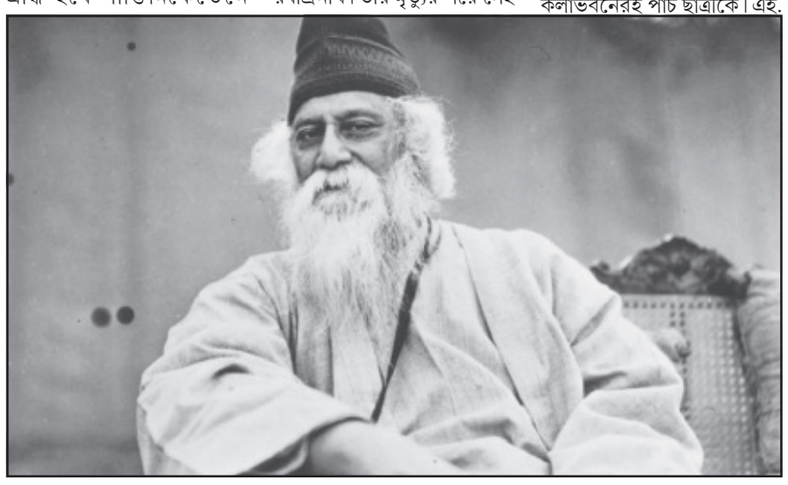

শ্রীলঙ্কার বর্তমান গভীর সঙ্কট

বিশেষ প্রতিবেদন।। ভারত মহাসাগরের কোলে অবস্থিত দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কা। ৬৫ হাজার ৬১০ বর্গ কিলোমিটারের আয়তন। পর্যটনের আদর্শ এই রাষ্ট্রটি আজ সীমাহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। জনরোষে উত্তাল দেশটির রাজপথ। জনগণের বিপ্লবের মুখে পতন ঘটেছে রাজাপাকসের রাজত্বের। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে এবং প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে।

অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসনের প্রেক্ষাপটে এককালের উন্নত শ্রীলঙ্কার পুরো সমাজ এখন অশান্তির আগুনে পুড়ে চারখার। কে জানে এই রাষ্ট্রের ভাগ্যে কী আছে। কিভাবে দেশটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটবে তা এখন আর কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। ২০ জুলাই রনিল বিক্রমাসিংহে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও তাতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কারণ, রনিল বিক্রমাসিংহে বহুবার ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেও তার ওপর জনগণের তেমন আস্থা পায়নি। তা ছাড়া তিনিও দুর্নীতিগ্রস্ত গোতাবায়া পরিবারের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত হওয়ায় জনগণ তার প্রতিও ক্ষুব্ধ। গোতাবায়ার দলের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তার ওপর জনগণের ক্ষোভের মাত্রা আরো বেড়েছে।

সঙ্কটের শুরু যেভাবে : শ্রীলঙ্কার বর্তমান উত্তাল রাজনৈতিক সঙ্কটের পেছনে অর্থনৈতিক কার্যকারণ থাকলেও এর গভীরে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্কটও কম ছিল না। তবে সাম্প্রতিক জনবিক্ষোভের পেছনে অর্থনৈতিক বেহাল অবস্থা সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। দেশটিতে খাদ্যের দাম আকাশচুম্বী। জল ও নিত্যদিনের খাবারের ঘাটতির জন্য চার দিকে চলছে হাহাকার। বাঁচার জন্য ওষুধপত্র পাওয়া দুষ্কর। তেলের জন্য মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এক পাম্পে তেল না পেয়ে গাড়ি নিয়ে চালক ছুটছে অন্য পাম্পে। সেখানেও মিলছে না তেল। ফলে রাস্তাঘাটে পরিত্যক্ত প্রায় পড়ে আছে সারি সারি যানবাহন।

বিদ্যুৎ সঙ্কটও তীব্র দেশটিতে। মানুষের ঘরে জ্বলছে না বাতি। লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। কাগজের অভাবে বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাও। অর্থের অভাবে সরকার তেল ও খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। এই চরম সঙ্কটে শ্রীলঙ্কার মানুষের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। বেঁচে থাকার নূনতম উপায়ও তারা দেখতে না পেয়ে অবশেষে সবাই নেমে এসেছে রাজপথে। ফলে তৈরি হয় তীব্র রাজনৈতিক সঙ্কট। মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ক্ষমতাসীন গোতাবায়া সরকারের ওপর। দেশের জনগণ বিস্ময়কর নজির স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাসভবন দখল করে সেখানে উল্লাস করেছে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। তার পরও জনগণের ক্ষোভ থামানো যাচ্ছে না।

গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট : দেশ পরিচালনায় রাজাপাকসে পরিবারের ব্যর্থতা ও স্বৈরাচারী আচরণ শ্রীলঙ্কার রাজনীতিকে কলুষিতই করেনি, দেশটিকে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করেছে। এই ক্ষমতাধর শাসকরা জনগণের প্রত্যাশার প্রতি মোটেও আন্তরিক ছিল না। বরং তারা লুটপাট এবং দুর্নীতির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ফলে দেশ ক্রমাগত অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশটির আয়ের অন্যতম পর্যটন খাত ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজস্বের বড় অংশের এই আয় প্রায় শূন্যের কোটায় উপনীত হয়। এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সম্প্রতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নড়বড়ে অবস্থা এবং তেলসহ যাবতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপ থেকে শ্রীলঙ্কাও রেহাই পায়নি। অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি দেশটির কোভিড-১৯ পীড়িত দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোকে তছনছ করে দিয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৬ শতাংশে, যা ২০২১ সালে ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। সাম্প্রতিক এই সমস্যাগুলোর আগেও সরকারের কয়েকটি অপরিণামদর্শী পরিকল্পনা এই আর্থিক সঙ্কটের ভিত্তি রচনা করেছিল। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় ও মেগা সাইজের অবকাঠামোগত খাতে ব্যাপক ঋণপ্রবাহ সৃষ্টি, একই সাথে বিভিন্ন খাতে রাজস্ব কর কমানোর উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপও সরকারের আর্থিক স্বাস্থ্যকে নাজুক করে তোলে। তা ছাড়া ২০২১ সালে রাসায়নিক সার নিষিদ্ধ করার ফলে কৃষি খাতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। এসব মিলিয়ে দেশটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এ কারণে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে দেশটি ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশটির বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ৫১ বিলিয়ন ডলার (চিনের ৫ বিলিয়নসহ)। এই বিশাল ঋণের বোঝার চাপ সামাল দিতে না পারায় বিদেশের সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং বিশ্ব সংস্থাগুলো এ বিষয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিল।

বর্তমানে শ্রীলঙ্কার অবস্থা এমন হয়েছে যে, দেশের রাজস্ব নিম্নগামী, রিজার্ভ ২০২০ সালে যেখানে ছিল ৭.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৯২ বিলিয়ন ডলারে। এই পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে এক মাসের আমদানি খরচ মিটানো সম্ভব নয়।

দেশটির পক্ষে বর্তমান আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলা করা কোনোক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। আর এই অস্থিতিশীল অবস্থায় আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক অথবা অন্য কোনো দেশের পক্ষে ঋণ সহায়তা বা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এ অনিশ্চিত অবস্থায় শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সঙ্কট কিভাবে সরকার মোকাবেলা করবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। অথচ দু কোটি ২০ লাখ মানুষের এই দেশটি এক সময় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সচ্ছল দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না না যে, শ্রীলঙ্কার আজকের যে চরম দুর্দিন চলছে, তার জন্য রাজাপাকসের দল ও সরকার সর্বোতভাবে যেমনি দায়ী, তেমনি বিগত ৫০ বছর ধরে দেশটিতে তেমন কোনো শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে না ওঠার বিষয়টিও কম দায়ী নয়।

রাজনৈতিক সঙ্কটও গভীর : ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর থেকে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি কখনো স্বচ্ছ এবং নিরেট গণতান্ত্রিক ছিল না। দেশটিতে অপশাসন ও কর্তৃত্ববাদের চর্চা দীর্ঘদিনের। শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সিংহলি জাতীয়তাবাদী। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। দুর্ভাগ্য হলো সিংহলিদের কাছে সংখ্যালঘু তামিল (১৫ শতাংশ), মুসলিম (১০ শতাংশ) এবং খ্রিষ্টান (৭ শতাংশ) কখনো তাদের সমান মর্যাদা এবং অধিকার পায়নি। বরং তারা সিংহলি জাতীয়তাবাদী শাসক এবং গোষ্ঠীর অবদমন এবং শোষণের শিকার হয়ে আসছে। তবে দেশটিতে মুসলমানরা শাসকগোষ্ঠী এবং সিংহলি বৌদ্ধদের দ্বারা প্রায়ই সবচেয়ে বেশি নিগৃহের শিকার হয়েছে। তাদের নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিভিন্ন সময় সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সিংহলি এবং উগ্র বৌদ্ধদের দ্বারা তারা প্রায় নিগ্রহের শিকার হচ্ছে।

মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন বেড়ে যায় ২০১৯ সালের দিকে। এ সময় তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেয়া হয়েছে। উগ্র বৌদ্ধরা তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর করেছে। আর তাতে সহযোগিতা করেছে সরকার এবং তার প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সময়কালে যেসব মুসলিম মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের দাফনের পরিবর্তে জোরপূর্বক আগুনে পুড়িয়ে ফেলার মতো জঘন্য অপরাধ করেছে দেশটির সরকার। দেশের শিক্ষা, চাকরি এবং সেনাবাহিনীতে মুসলমানরা সবসময় বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। সিংহলিদের কালো হাত এবং অপশাসনের নিগৃহ থেকে সংখ্যালঘু তামিল ও খ্রিষ্টানরাও রেহাই পায়নি। এক হিসাবে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরিতে তামিলদের যেখানে প্রতিনিধিত্ব ছিল ৩০ শতাংশ, সেটি এর ১৫ বছর পরেই নেমে আসে ৫ শতাংশে। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তামিলরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ফলে তামিল তরুণরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এলটিটিই গঠন করে এবং দীর্ঘ ২৬ বছর সিংহলি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পরে প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকসে কঠোর হাতে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে এলটিটিইকে দমন করে।

এ সময় প্রায় ৮০ হাজার তামিলকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার এই রাজনৈতিক বিভাজন এবং দমনমূলক নীতি দেশটির সামাজিক স্থিতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমাজের গভীরে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ এবং হিংসার আগুন। সরকারের সেনারা দেশে প্রচলন করে হত্যা ও গুমের কৌশল।

অনেকে বলে থাকেন, উপমহাদেশে প্রথম গুম ও খুনের ধারা প্রচলন শুরু হয় শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কার এই রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ, একটি পরিবারের দুঃশাসন, অপশাসন, দুর্নীতি এবং স্বৈরশাসন বর্তমান রাজনৈতিক অচবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। গোতাবায়া শাসনের অবসান হলেও দেশটির অতীতের নোংরা রাজনৈতিক চর্চা, সিংহলি ও বৌদ্ধদের উগ্রতার অবসান না হলে দেশটিতে উন্নতির সম্ভাবনা কম। আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠে দেশটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও অধিকারসহ ধর্মীয় উগ্রতা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।

রনিলের পথ কতটা মসৃণ : নতুন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে বর্তমানে এক কঠিন সময়ে উপনীত। তার চার দিকে অন্ধকার। গোটা দেশ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভে উত্তাল। জনগণ তাকে বিশ্বাস করে না। ছয়বার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে রনিল দেশের জন্য তেমন কোনো ভূমিকা রেখেছেন বলে জনগণ মনে করে না। বরং তার স্বপ্ন ছিল দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার। আর সেটিই তার ভাগ্যে জুটে গেল। রনিলের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার কায়েম করা। দেশে দ্রুত একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা। জনগণের রোষ কমিয়ে এনে তাদের আস্থা অর্জন করা। শ্রীলঙ্কা এখন পাঁচ হাজার ১০০ কোটি ডলারের ঋণের ভারে ন্যুব্জ। রিজার্ভ প্রায় শূন্যের কোটায়। জ্বালানি ও ভোজ্যতেল কেনার অর্থ সরকারের কাছে নেই। খাবার ও জ্বালানি আমদানি করার সামর্থ্য তলানিতে। রাজস্বের একক খাত পর্যটন ধসে পড়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। শিল্প খাত ও পরিবহণ খাত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কটে স্থবির। এই নাজুক অবস্থা থেকে দেশটিকে টেনে তুলতে হলে দরকার বৈদেশিক ঋণ এবং আইএমএফের সক্রিয় সহযোগিতা। শ্রীলঙ্কার বর্তমান গভীর সঙ্কট ও নাজুক অবস্থায় বিশ্ব সম্প্রদায় কম উদ্বিগ্ন নয়। মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা- এই তিনটি দেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের পরিচালক ফারিস হাডেড জারভোস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সম্প্রতি বলেছেন, 'আমরা দেশটির অভাবী মানুষের জরুরি সহায়তার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি। দেশটির মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' তবে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের সহায়তা কখন ছাড় হবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠা রয়েছে। অনেকে মনে করেন, পশ্চিমাপন্থী প্রেসিডেন্ট রনিল দ্রুত আইএমএফের সাথে আলোচনা শুরু করতে সক্ষম হবেন। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতেও তিনি সামর্থ্য রাখেন বলে অনেকের বিশ্বাস। কারণ, দেশ ও প্রশাসন পরিচালনা করার তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগাতে পারবেন। তবে ভয়ানকভাবে ভঙ্গুর ও দেউলিয়া শ্রীলঙ্কাকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনার কাজটা সহজ নয় মোটেও। আবার মানুষের স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিতে যেকোনো বিলম্ব তার ক্ষমতার মসনদকে টালমাটাল করে দিতে পারে। কেননা, জনগণের সব ধৈর্যের বাঁধ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। দেখা যাক, নয়া প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে শ্রীলঙ্কার দুর্দশা লাঘব এবং দেশটির গভীর সঙ্কট উত্তরণে কতটা সফলতা দেখাতে পারেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মণিপুরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

পাঁচদিনের জন্য বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা, দু মাসের জন্য দুই জেলায় ১৪৪ ধারা

ইমফল, ৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভায় মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল-২০২১-কে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সঙ্গে সংগঠিত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা রাজ্যে পাঁচদিনের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে গৃহ দফতর। পাশাপাশি দুই জেলায় জারি করা হয়েছে সিআরপিসির ১৪৪ ধারা।

নংথমবাম বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) জেলা পরিষদ-এর ৬ এবং ৭-তম সংশোধনী বিল পেশ করার পর রাজ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ছাত্র সংগঠন অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মণিপুর (এটিএসইউএম) বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্য বিধানসভায় 'মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল-২০২১' পেশ করার দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবি, পার্বত্য অঞ্চলের জন্য প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ১৮ জন বিধায়কের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) স্বশাসিত জেলা পরিষদ সংশোধনী বিল-২০২১-এর সুপারিশ করেছিল, রাজ্য বিধানসভায় তা পেশ করতে হবে।

ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যের গৃহ দফতরের বিশেষ সচিব এইচ জ্ঞানপ্রকাশ জানান, শনিবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ বিষ্ণুপুরের তিদ্দিম রোডের ০২ জাতীয় সড়কের জোওগাকসো ইখাই আওয়াং কেইকেই এলাকায় এক সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন তিন-চারজন যুবক একটি যাত্রীবাহী ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাশাপাশি চলে বিক্ষিপ্ত ঘটনা। তিনি জানান, গতকাল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ইমফল শহরে সংগঠিত সংঘর্ষে প্রায় ৩২ জন ছাত্র এবং দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।এইচ জ্ঞানপ্রকাশ জানান, গত সপ্তাহে এই অঞ্চলে হরতালের জন্য অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মণিপুরের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আটক ওই সব নেতার মুক্তির দাবিতে শনিবার বিকেলে প্রায় ১০০ জন উপজাতি ছাত্র ইমফল পশ্চিম জেলার কাবো লেইকাই-এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলে। কিন্তু ছাত্ররা পাথরের ঢিল ছুঁড়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানো বন্ধ করতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গতকাল রাতেই মণিপুর জুড়ে পাঁচ দিনের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে।তিনি জানান, ছাত্র সংগঠনের নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠী রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্ন ঘটাতে এবং অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাই রাজ্য প্রশাসন আগামী দু-মাসের জন্য চূড়াচাঁদপুর এবং বিষ্ণুপুর জেলায় সিআরপিসির ১৪৪ ধারা জারি করেছে। আজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক, তবে থমথমে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী।

গৃহ দফতরের বিশেষ সচিব জ্ঞানপ্রকাশ বলেন, ছাত্রবেশী দুষ্কৃতীদের মূল উদ্দেশ্য এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত করে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কায়েম করা। তিনি বলেন, শুক্রবার সকালে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মণিপুর (এটিএসইউএম) রাজ্যের জাতীয় মহাসড়কগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করার পর উত্তেজনা শুরু হয়। অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে উপত্যকা-ভিত্তিক সংগঠন মেইতি লিপুন শুক্রবার বিকেলে ইমফলে এটিএসইউএম-এর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। মেইতি লিপুনের দাবি, অর্থনৈতিক অবরোধ ডাকা হয়েছে কেবলমাত্র উপত্যকা এলাকাকে লক্ষ্য করে।

পথচারীকে পিষে মারল বিলাসবহুল গাড়ি

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : রবিবার ছুটির দিনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শহরে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পথচারীকে পিষে মারল গাড়ি। ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।অভিযোগ উঠেছে, এদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ফাঁকা রাস্তায় একটি বিলাসবহুল গাড়ি বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় সামনে এসে যায় অপর একটি গাড়ি। পরপর দুটি গাড়িকে সজরে ধাক্কা মেরে বেপরোয়া গাড়িটি ধাক্কা মারে এক পথচারীকে। গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে পথচারীর। পর পর দুটি গাড়িকে ধাক্কায় তার নীচে চাপা পড়ে বেঘোরে মৃত্যু হল পথচারীর। স্থানীয়দের অভিযোগ এক মহিলা চালক গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে ধাক্কা মারা জেরে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী। আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত চালককে।

করোনায় আক্রান্ত সায়নী

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভানেত্রীসায়নী ঘোষ। রবিবার আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে সায়নী বলেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। অসুস্থতার কারণে আগামী কয়েকদিনের সমস্ত বৈঠক, সভা, এবং কর্মসূচি বাতিল করেছেন সায়নী।অভিনয়ের পাশাপাশি বর্তমানে রাজনীতিও জোর কদমে চালাচ্ছে সে। আর এরই মাঝে করোনা কবলে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভানেত্রীসায়নী ঘোষ। করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নিজেই জানিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, ''''জ্বর, সর্দি, কাশি কোনও উপসর্গই নেই। তবু যাঁরা যাঁরা এই কয়েক দিনে আমার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা দয়া করে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপাতত কাজ বন্ধ রাখছি।দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও শক্তি সঞ্চয় করে ময়দানে নামবো।

মুর্শিদাবাদে জমি বিবাদের জেরে খুন বৃদ্ধ! নাম জড়াল তৃণমূলের

মুর্শিদাবাদ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার সাহেবরামপুর গ্রামে জমি বিবাদের জেরে খুন হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম খাইরুদ্দিন শেখ (৬০)। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তিরা তৃণমূল কর্মী।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বিঘা পাটের জমি রয়েছে খাইরুদ্দিন শেখের। গবাদি পশুদের খাওয়ানোর জন্য গত কয়েকদিন ধরে রাতের দিকে তাঁর জমি থেকে পাতা চুরি যাচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পরই গতকাল সন্ধ্যা থেকে জমিতে পাহারা দেওয়া শুরু করেন খাইরুদ্দিন। অভিযোগ, সেই সময় জনাকয়েক যুবক তাঁর জমিতে পাতা চুরি করতে ঢোকে। এতে বাধা দিতে গেলে প্রথমে খাইরুদ্দিনকে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করে দুষ্কৃতীরা। এরপর ভোজালি দিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ মাঠে পড়ে থাকেন খাইরুদ্দিন। এদিকে, অনেক রাত পর্যন্ত খাইরুদ্দিন বাড়ি না ফেরায় তাঁর খোঁজ শুরু করেন বাড়ির লোকেরা। পরে মাঠে খাইরুদ্দিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গভীর রাতে সেখানে মৃত্যু হয় খাইরুদ্দিনের।এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতারর করেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তিরা তৃণমূল কর্মী। তারা এর আগেও এই ধরনের কাজ করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে জলঙ্গির তৃণমূল ব্লক সভাপতি রাফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জমি বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

থানার ভিতরে ঘুসের ২৫ হাজার টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমনের হাতে ধৃত এএসআই

গুয়াহাটি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : ঘুসের টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমনের হাতে এবার পাকড়াও হলেন পুলিশের এক অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই)। ঘটনা গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া থানায় আজ রবিবার বিকেলে সংঘটিত হয়েছে।ঘুসের ২৫ হাজার টাকা সহ ধৃত এএসআই-এর নাম সবিল পাল দাস।এই খবর সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অসমের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা), ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশনের ডিরেক্টর আইপিএস জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং। এদিকে রাজ্য দুর্নীতি দমন অধিকরণ থেকে এক বিবৃতিতে পৃথকভাবে এই খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়ালপাড়ার মাটিয়া থানায় হানা দিয়েছিলেন বিভাগীয় আধিকারিকরা। কোনও এক বিচারাধীন মামলা অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য এএসআই দাস ৩৫ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন ভুক্তভোগীর কাছে। এ ধরনের এক অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করতে ছক কষেন দুর্নীতি দমনের আধিকারিকরা।সে অনুযায়ী আজ বেলা ২.৪৫ মিনিট নাগাদ মাটিয়া থানায় ৩৫ হাজারের অগ্রিম বাবদ ২৫ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী ব্যক্তির হাত থেকে নিচ্ছিলেন এএসআই সবিল পাল দাস। তখন বাইরে অপেক্ষমান দুর্নীতি দমনের আধিকারিকরা ছুটে গিয়ে হাতেনাতে তাকে পাকড়াও করেন। তার বিরুদ্ধে এসিবি পুলিশ স্টেশনে ২৫/২০২২ নম্বরে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-১৯৮৮ (২০১৮-এ সংশোধিত)-এর ৭(এ) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা ঘটনাক্রম ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে বলেও দুর্নীতি দমন অধিকরণের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শনিবার রাতে পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ল্যাপটপ সহ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।শুক্রবার দুপুরে কিশনগঞ্জ আদালতের প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রোহিত কুমার গৌরবের লাইনপাড়ার বাড়ি থেকে ল্যাপটপ চুরি হয়। এই ল্যাপটপটি রোহিতবাবু পাটনা হাইকোর্ট থেকে জুডিশিয়াল কাজকর্মের জন্যে পেয়েছিলেন।

সোমবার হাজিরা দিচ্ছেন না, সিবিআইয়ের কাছে সময় চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার সিবিআই দফতরের হাজিরা এড়ালেন বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। আগামীকাল হাসপাতালে যেতে হবে, তাই রবিবার ইমেলে সিবিআইয়ের কাছে খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার হাজিরা দিতে হতে পারে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি কে।দিন কয়েক আগে আগামী সোমবার অনুব্রত মণ্ডলকে হাজিরার নির্দেশ দেয় সিবিআই। তবে সেই সময় থেকেই সংশয় ছিল, আদৌ অনুব্রত হাজিরা দেবেন কি না। রবিবার জানা গিয়েছে, আগামীকাল সিবিআই দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না তিনি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইমেল করে সিবিআইয়ের কাছে খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছেন অনুব্রত। কারণ হিসেবে জানানো হয়, আগামীকাল এসএসকেএম হাসপাতালে অনুব্রতর রুটিন শারীরিক পরীক্ষা রয়েছে। ফলে ওইদিন তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে যাবেন। পরবর্তীতে যে দিন ডাকা হবে, সেদিনই তলবে সাড়া দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল নেতা।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৯ জন

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.): গত কয়েকদিনের তুলনায় রাজ্য জুড়ে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৯ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৯ জন।কোভিড গ্রাফ অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ কলকাতায়। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৩৬ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় আক্রান্ত ১২৩। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান থেকে এই পরিসংখ্যান একলাফে নেমে গিয়েছে ৬৪তে। বীরভূমে একদিনে কোভিড আক্রান্ত ৬৪ জন। সবচেয়ে কম সংক্রমণ কালিম্পংয়ে, মাত্র ১ জন। হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে একজন করে মাত্র ২ জনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায়। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২০,৯৯,০৫৬।করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১,৩৯৫। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০১,১২১। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৬৯,৮১৪। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৬১ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১১,৯৭৫। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,০৬৯, ৮৬৯।

জীবনের ওঠাপড়া গায়ে না মাখতে বোরোলিন নিয়ে চলেন কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : জীবনের ওঠাপড়া গায়ে না মাখতে বোরোলিন নিয়ে চলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দলীয় বিধিনিষেধের মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এবিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে কুণাল ঘোষ বলেন, "আমি বোরোলিন নিয়ে চলি যাতে জীবনের ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে।"পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর থেকেই অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্য সরকারের। এদিকে আদালতের নির্দেশে বর্তমানে জেলে দিন কাটছে পার্থর। তবে পার্থর জেল হেফাজতের নির্দেশ আসার পরই তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কুণালকে বলতে শোনা যায়, "পার্থবাবু আমার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করেছেন। আমাকে পাগল বলেছিলেন। আমার যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যেন ওনাকে কোনও বাড়তি সুবিধা না দেওয়া হয়।" যা নিয়ে তীব্র চাপানউতর শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। এদিকে শনিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন করা হলে একটাও কথা বলতে চাননি কুণাল। তিনি সাফ বলেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি একটি শব্দও বলব না।" সূত্রের খবর, বর্তমানে পার্থ ইস্যুতে কথা বলার জন্য কুণাল ঘোষকে ১৪ দিনের জন্য সেন্সর করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও দলের তরফে এ বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। যদিও দলীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে ১৪ দিনের জন্য তাঁকে সেন্সর করা হয়েছে। কোনও কোনও মহলের দাবি, ১৪ দিনের জন্য তাঁকে মুখপত্র পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও রবিবার নিজের নিজের সুখিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা যায় কুণালকে। সেখানে সাংবাদিকরা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর জবাব দেন। তবে সেন্সর নিয়ে বলতে গিয়ে পাল্টা কুণাল ঘোষ বোরোলিন হাতে নিয়ে বলেন, "আমি বোরোলিন নিয়ে চলি যাতে জীবনের ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে। আমি কঠিন দিনের সৈনিক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আমার সেনাপতি নন, তাঁকে আমি ভালবাসি।

সরস্বতী শিশুমন্দিরে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির

বাঁকুড়া, ৭ আগস্ট (হি. স.)স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে রবিবার খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ''স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন সমিতি''র দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে এবং ''বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সহযোগিতায় আজ খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ।দেশ জুড়ে বছরভর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। এই মহোৎসবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। ''স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন সমিতি''র দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে এবং ''বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সহযোগিতায় আজ খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলা সংঘচালক অশোককুমার গোপ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি সুভাষচন্দ্র দত্ত, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের বাঁকুড়া জেলা সংযোজক কাজলবরণ সিংহ, শিশুমন্দিরের সম্পাদক মৃণালকান্তি মাহাতো সহ অনেকে ।এদিনের শিবিরে ২১ জন মহিলা সহ মোট ১০১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশ্বরূপ মণ্ডল বলেন, খাতড়া ব্লাড ব্যাঙ্ক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের দেওয়ার জন্য এই রক্ত সংগ্রহ করেছেন।

নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে সরব রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তনীরা

রায়গঞ্জ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। রবিবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা। এরপর ঘড়ি মোড়ে পথসভায় শামিল হন তারা।রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের সার্বিক দুর্নীতির প্রতিবাদে রবিবার পথে নামলেন রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের ১৯৭৫-৮০ সালের প্রাক্তনীরা। এদিন আগে দুপুরে উত্তর দিনাজপুরের প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তনীরা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উঠে আসা বিভিন্ন বেনিয়মের প্রতিবাদ জানান ও তীব্র নিন্দা করেন। এরপর বিকেলে ঘড়ি মোড়ে পথসভায় শামিল হন তারা। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এক প্রাক্তণ অধিকর্তা প্রদীপ বিশ্বাস, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তিলক তীর্থ ভৌমিক, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যাপক তাপস ঘোষ, সি এ গৌড় শংকর মিত্র সহ আরও অনেক বিশিষ্ট জনেরা।

ফের দুর্ঘটনা দিঘায়, সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি

কাঁথি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রশাসনিক সতর্কতা উপেক্ষা করে সমুদ্রে নেমে বিপত্তি! রবিবার সকালে দিঘায় সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন কলকাতার এক পর্যটক। নুলিয়ারা সমুদ্রে নেমে তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে দিঘা হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত পর্যটকের নাম কল্যাণ দাস (৪৮)।তিনি কলকাতার টালিগঞ্জের চারু মার্কেট থানা এলাকার ৩২, কে পি রায় লেনের বাসিন্দা।জানা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে শনিবার দিঘায় বেড়াতে গিয়েছিলেন কল্যাণবাবু। ওল্ড দিঘার সি হকে বেড়াতে গিয়েছিলেন রবিবার সকালে। সকলে এক সঙ্গে গার্ড ওয়ালে বসেছিলেন। একটা সময় বন্ধুরা খেয়াল করেন, কল্যাণবাবু নেই। কিছুক্ষণ এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি। এরপর দিঘা থানায় খবর দেওয়া হয়। থানার তরফে নুলিয়াদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে তল্লাশি করা হয়। ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় কল্যাণবাবুকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। জানা গিয়েছে, তিনি অবিবাহিত এবং পরিবারের একমাত্র সন্তান। তিনি একাই পরিবারের রোজগেরে সদস্য ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে কার্যত মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিঘা ও উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দিঘা উপকূলে মাইকিং চলছে সকাল থেকেই। পর্যটকদের সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু সেই মাইকিংয়ে কান দিচ্ছেন না অনেকেই। সতর্কতা উপেক্ষা করেই সমুদ্রের পাড়ে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকে। কল্যাণবাবুর মৃত্যুর পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় ফের হাতির হানা

বীরপাড়া, ৭ আগস্ট (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় পাকা ঘরের দেওয়াল ভেঙে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ল দাঁতাল হাতি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন একটি পরিবারের এক বৃদ্ধা সহ পাঁচজন। শনিবার রাতে হাতির হানার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকটি শ্রমিক আবাস। তারা ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন বনদফতরের কাছে।জানা গেছে, এদিন রাত ১১ টা নাগাদ ওই চা বাগানে হানা দেয় দুটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল। বাগানের আপার লাইনের চা শ্রমিক বেহানি ওরাওঁয়ের দেওয়াল ভেঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে একটি হাতি। আরেকটি হাতি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বেহানির মেয়ে রিনা মুন্ডা জানান, মায়ের সঙ্গে তিনি ছাড়াও পাশের ঘরে ছিলেন বেহানির ছেলের বৌ এবং তাঁর দুই শিশু কন্যা। হাতিটি ঘর ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়তেই কোনও রকমে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝগরু মুন্ডা নামে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেন তাঁরা। পেছন পেছন ঝগরু মুন্ডার বাড়িতেও এসে ঢুকে পড়ে হাতি দুটি। ঝগরুর ঘরের জানালা ভেঙে দেয় দুই দাঁতাল। এরপর হাতিদুটিকে তাড়াতে উদ্যোগী হন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দলগাও রেঞ্জের বনকর্মীরা। এরপরই পিছু হঠে হাতি দুটি। এদিনের দুই দাঁতালের আক্রমণে ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাগানের আপার লাইনের চা শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি ঘর।এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় প্রায় প্রতি রাতেই জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে হাতি হানা দিচ্ছে রহিমপুর চাবাগান সহ পার্শবর্তী এলাকায়। এই হাতির হামলার ঘটনায় বনদফতরের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য কিশোন টোপ্পো বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বেশ কয়েকটি ঘর ভেঙ্গেছে হাতি, গ্রামপঞ্চায়েতের তরফে সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বনদপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জও।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

না ঘষে মিনিটেই কাঁঠালের বিচি পরিষ্কার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

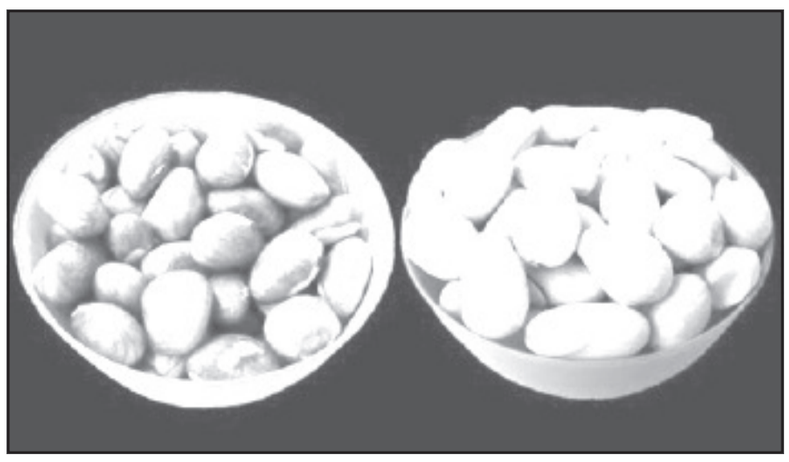

কাঁঠাল খেতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুব কমই আছে। মিষ্টি ও রসালো কাঁঠাল পুষ্টিগুণেও অনন্য। শুধু কাঁঠালই নয়, এর বিচিও খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। কাঁঠালের বিচি দিয়ে নানা পদের খাবারও তৈরি করে খেয়ে থাকেন অনেকেই।

তবে এর গায়ে লেগে থাকা লাল চামড়া পরিষ্কার করতে অনেকটা সময় লাগে এবং কষ্টকরও।

তাইতো অনেকেই কাঁঠালের বিচি পরিষ্কারের ঝামেলার জন্য তা খেতেই চান না। এর জন্য এর পুষ্টি থেকেও বঞ্চিত হয়।

এক্ষেত্রে কাঁঠালের বিচি পরিষ্কার করার সঠিক কৌশলটি জানা থাকলে এই কঠিন কাজটিও আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে আপনি মিনিটেই কাঁঠালের বিচির গায়ে থাকা লাল চামড়া পরিষ্কার করতে পারবেন। আর সংরক্ষণও করতে পারবেন। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক কাঁঠালের বিচি পরিষ্কার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি-

কাঁঠালের বিচির সাদা খোসা ছাড়িয়ে ঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পাটায় ঘষে কিংবা তারের মাজুনি দিয়ে ডলেও বিচির লাল চামড়া সহজেই তুলে নিতে পারেন।

প্রথমে কাঁঠালের বিচির উপরের সাদা খোসা ছাড়িয়ে নিন। সব খোসা ছাড়ানো হয়ে গেলে, একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে বিচিগুলো দিয়ে দিন। জল এমনভাবে দেবেন যাতে সব বিচিগুলোই জলের ভেতর ডুবে থাকে। এবার পাত্রটি চুলায় বসিয়ে দিন। চুলায় হাই ফ্লেমে দিয়ে বলক আশা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বলক আসার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে জল ছেঁকে নিন। এবার সামান্য ডলা দিয়ে দেখুন, লাল চামড়া সহজেই উঠে আসবে। চাইলে চালনিতে ডলা দিতে পারেন। বেশি করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন একদম কম সময়ে সব বিচি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই বিচি চাইলে আপনি সংরক্ষণ ও করতে পারেন।

সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিস্কার করা বিচি ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন। ফ্যানের বাতাসে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিন। এবার এয়ারটাইট বক্স বা জিপ লকার বচে ভরে ৬ থেকে ৭ মাস সংরক্ষণ করুন।

জানেন কি শরীরের জন্য কেন প্রয়োজন গুড কোলেস্টেরল?

শরীরে ২ ধরনের কোলেস্টেরল আছে, খারাপ এবং ভাল, খারাপ কোলেস্টেরল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব বিপজ্জনক, এই কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, হার্ট অ্যাটাক (হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি, তিনগুণ) ভেসেল ডিজিজ এবং করোনারি আর্টারি ডিজিজ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, আমরা যদি ভালো কোলেস্টেরলের কথা বলি, তাহলে এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোলেস্টেরল প্রায়ই একটি নেতিবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকেই জানেন না যে কোলেস্টেরল সুস্থ থাকার পাশাপাশি শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোলেস্টেরল এমন একটি উপাদান যার সাহায্যে আমাদের শরীর হরমোন তৈরি করে এবং পুষ্টির সংশ্লেষণ করে। কোলেস্টেরল আমাদের হজমেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোলেস্টেরল লিভারে তৈরি হয়, এর সাথে আমরা যে খাবার খাই তাতেও কোলেস্টেরল থাকে। আমাদের জানা উচিত কি কি উপায় যার সাহায্যে রক্তে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ানো যায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমানো যায়। গ্রেটার নয়ডার জিআইএমএস হাসপাতালে কর্মরত একজন বিখ্যাত ডায়েটিশিয়ান ডক্টর আয়ুশি যাদব বলেন, ভালো কোলেস্টেরল এমন একটি উপাদান যা শরীরের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। এটি এইচডিএল নামেও পরিচিত, যার পুরো নাম হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন। কোলেস্টেরল শরীর দ্বারা উতাদিত হয় এবং নির্দিষ্ট খাবার থেকেও পাওয়া যায়।

আপনার ডায়েটে আরও বেশি ভালো কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করার অনেক কারণ রয়েছে। ভাল কোলেস্টেরল শুধুমাত্র শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে না বরং শরীরের কার্যকারিতাও উন্নত করতে পারে। আমরা যদি কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খাই তাহলে তা শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করবে।

শরীরে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ানোর উপায়

১. প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এলডিএল জাতীয় খাবার বাদ দিন।

২. আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।

৩. শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি.

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৫. অ্যালকোহল সেবন করবেন না।

৬. ধূমপান ত্যাগ করুন।

দাঁতে শিরশিরে অনুভূতি? কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না?

খুব গরম, ঠান্ডা টক কিছু খেলেই দাঁতে শিরশিরে অনুভূতি হয়? আর দাঁতের এই শিরশিরে অনুভূতির ভয়ে এসব খাবার থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে? এর নাম ''টুথ সেনসিটিভিটি''। ঘরোয়া কিছু উপায়ে এটি দূর করা সম্ভব। চলুন জেনে নেয়া যাক-

লবণ জলে কুলকুচো: প্রত্যেকদিন মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে দাঁতে বিচ্ছিরি দাগ পড়ে যায় অনেক সময়ে।

তাই সকালে ও রাতে দাঁত মাজার পর লবণ জলে ভালো করে কুলকুচো করে নিন। একগ্লাস হালকা গরম জলে এক চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিলেই দ্রবণটি তৈরি হয়ে যাবে।

মধু ও হালকা গরম জল: এক গ্লাস হালকা গরম জলে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখ ধুলেও মোটামুটি একইরকম কাজ হবে। তবে এটা রাতে শোওয়ার আগে না করাই ভালো।

গ্রিন টি মাউথওয়াশ: গ্রিন টি তৈরি করে নিন। এরপর সেই চা ঠান্ডা করে মাউথওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করুন দিনে দুইবার। মুখের ভিতর ঝরঝরে তাজা হয়ে উঠবে।

ক্যাপসাইসিন জেল: মরিচের ঝালের পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্যাপসাইসিন নাম একটি যৌগ, যেকোনো প্রদাহ কমাতে এটি দারুণ কার্যকর। ক্যাপসাইসিন জেল বা মাউথওয়াশ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমদিকে একটু জ্বলতে পারে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যাবে।

ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট: তুলোয় করে ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট নিয়ে মাড়িতে লাগিয়ে রাখুন খানিকক্ষণ। তারপর মুখ ধুয়ে নিন হালকা গরম জলে কিছুদিন ব্যবহার করলেই ফল পাবেন।

যে কারণে হাঁটুব্যথা হয়

হাঁটু ব্যথা সারা পৃথিবীতে অনেক মানুষের সমস্যা। প্রত্যেকের ঘরে বৃদ্ধরা কমবেশি এই সমস্যায় ভোগেন। আসলে হাঁটু আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট। আমাদের পুরো শরীরের উপরিভাগের ওজন অভিকর্ষের টানে মাটিতে স্থানান্তরের একমাত্র মাধ্যম এই দুই হাঁটু। এর সাথে যদি মাথায় বা কাঁধে কোন বোঝা নেওয়া হয় তাও এর সাথে যুক্ত হয়।

এ কারণে হাঁটু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এ কারণে শরীরের সব থেকে শক্তিশালী জয়েন্ট হিসেবে এর দুটি অংশ রয়ে গেছে। আমাদের শরীরের যে কোনো অংশে ব্যথার জন্য চারটি বিষয় জড়িত। মাংশপেশি, লিগামেন্টস, হাড় ও স্নায়ুতে ইনজুরি বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এখানেও এর ব্যাতিক্রম নয়। শরীরের সব থেকে বড় দুটি হাড় বেশ কিছু মাংসপেশি ও লিগামেন্টস এই শক্তিশালী জয়েন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। লিগামেন্টসগুলোর মধ্যে কিছু ভেতরের দিকে কিছু বাইরের দিকে থাকে। যে কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে। আঘাত হাঁটু ব্যথার অন্যতম একটি কারণ। যে কোনো বয়েসেই আঘাতজনিত ব্যথা হতে পারে। আঘাতের মাধ্যমে হাঁটু নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশি, লিগামেন্টস, হাড় ও স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সকল কারণে আঘাতজনিত কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে। হাঁটতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে ওঠা। এছাড়া হাঁটুর ব্যাথা আসতে পারে ওস্টিও আরথ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস, বাত এবং জয়েন্টে ইনফেকশন থেকে। এগুলি থেকে সেরে উঠতে ব্যায়াম উপকারী। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে হাড়ের সংযোগস্থলের আস্তরণের ক্ষতি হয় ও ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় ফুলে যায়। যার ফলে হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে ও হাড়ের গঠনে বিকৃতি দেখা দেয়। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস একটি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, কারণ এই রোগের ফলে প্রতিরোধকারী কোষগুলো ভুলক্রমে শরীরের টিস্যুগুলোকে আক্রমণ করে থাকে। হাড়ের সংযোগস্থল ছাড়াও এ রোগ দেহের অন্যান্য অঙ্গ যেমন ত্বক, চোখ, ফুসফুস ও রক্তনালীরও ক্ষতি করে থাকে। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে এটি ৪০ বছর বয়সের পর বেশি হয়।

জেনে নিন, সত্যিই কি ভাত খেলে উচ্চতা কমে যায়?

ভাতের বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে, যার মধ্যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, হজমের স্বাস্থ্যের উন্নতি, ক্যানসারের ঝুঁকি কমানো, রক্তচাপ বজায় রাখা অন্যতম। অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় এটি ভারত ও চীনে প্রধান খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। তবুও ভাত নিয়ে নানা বিতর্ক আছে।

তার মধ্যে অন্যতম হলো ভাত ওজন বাড়ায়। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, ভাত খেলে নাকি উচ্চতা কমে যায় কিংবা খাটো হওয়ার পেছনে দায়ী থাকতে পারে ভাতও। আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের তুলনায় এশীয়রা উচ্চতায় খাটো হওয়ার কারণে এই ধারণাটি তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চতা বৃদ্ধি প্রধানত জেনেটিক্স, পুষ্টি ও শারীরিক কার্যকলাপ উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে জেনেটিক্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আপনি ঠিক কতটুকু উচ্চতার অধিকারী হবেন সে বিষয়ে। এর পাশাপাশি উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু পুষ্টিরও পার্শ ভূমিকা আছে। ভাত আমাদের নিয়মিত খাদ্যের একটি অংশ ও সীমার মধ্যে (১৮০-২৫০ গ্রাম) খাওয়া হলে, উচ্চতাকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে না। তবে পরোক্ষভাবে যখন কেউ অতিরিক্ত ভাত খায় তার ক্ষেত্রে এটি উচ্চতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাত একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হওয়ায় আপনার শারীরিক বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রোটিন আমাদের শরীরের সিস্টেমের বিল্ডিং ব্লক হিসেবে বিবেচিত। ভাত কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ কিন্তু প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। তাই আপনার উচ্চতা পরিবর্তনে ভাতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে ভাতে থাকা খুবই কম প্রোটিন। অত্যধিক ভাত খেলে শরীরে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেড়ে যায় আর যেহেতু এতে কম প্রোটিন থাকে তা সামগ্রিক বৃদ্ধি ও উচ্চতাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাই উচ্চতার কথা চিন্তা করে শিশু এমনকি বড়দেরও খাদ্যতালিকায় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখা জরুরি। বিশেষজ্ঞরাও পরামর্শ দেন, ডায়েটে খুব বেশি ভাত বা কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ কোনো খাবার না রাখতে।

প্রেমে আঘাত সামলাবেন কীভাবে

অনন্যা পান্ডে বলিউডে এখন অন্যতম হটকেক। বছরের শুরুতেই মুক্তি পেয়েছে অনন্যা অভিনীত ছবি গেহরাইয়া। এই ছবির পর বেশ কিছুটা অপেক্ষার পালা, এবার বড় প্রোজেক্ট নিয়ে আসছেন অভিনেত্রী। বিপরীতে দক্ষিণের সুপারস্টার বিজয় দেবারাকোন্ডা। ছবির নাম লাইগার। ইতিমধ্যেই ছবির গান থেকে শুরু করে ছবির ট্রেলার দর্শকদের নজর কেড়েছে। এই ছবির মধ্যে দিয়েই প্রথম দক্ষিণ দুনিয়ার সঙ্গে জুটি বাঁধলেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হওয়া ছবির খবরে থাকা এই সেলেব বরাবরই খোলামেলা কথা বলতেই পছন্দ করেন। কেরিয়ারের শুরুতেই আসে প্রেম। জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে ইশান খট্টরের বিচ্ছেদ হওয়ার পরই অনন্যা পান্ডে ইশানের সঙ্গে সম্পর্কে গিয়েছিলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যায় বিচ্ছেদও। বর্তমানে বিজয়ের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে চলছে চর্চা। তবে বিচ্ছেদের সময় ঠিক কতটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তা স্পষ্ট করে না বললেও বিচ্ছেদ কীভাবে সামাল দিতে হয়, তা বুঝিয়ে দিতে পিছপা হননি অনন্যা। নিজেই এক সাক্ষাতারে জানান, এই সময়টা তিনি একমাত্র ভরসা রাখতে বলেন অরিজিতসিং-এর গানের ওপর। অনন্যার কথায়, মন ভাঙলে সবার আগে অরিজিতসিং-এর সমস্ত গান শুনে নেওয়া উচিত প্রথমে সকলেরই মনে হয়, কিছু হবে না, আমি ঠিক সামলে নেব, তবে পরবর্তীতে কিছুটা হলেও পরিস্থিতি বেসামাল হতে দেখা যায়। সেই সময় বেশি করে আইস্ক্রিম খাওয়ার উপদেশও দেন অনন্যা। পাশাপাশি জানান, যখন হৃদয় ভাঙবে, অন্তর থেকে কান্না আসবে, তখন অরিজিতসিং-এর গানই একমাত্র অস্ত্র। তবে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর থেকে ভাল দাওয়াই আর কিছু হতে পারে না বলেই মনে করেন লাইগার অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। তবে বর্তমানে তিনি সিঙ্গল, বিজয়ের সঙ্গে নাম জুড়লেও সেই সম্পর্ক নিয়ে খুব একটা জল্পনা বা চর্চা নেই সিনে দুনিয়ায়।

আপনার যে কারণে হঠাত হঠাত মাথা ঘোরে

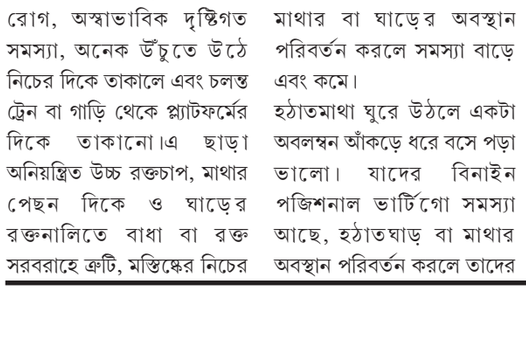

হঠাত করে আপনার মাথা ঘুরে উঠতে পারে। আর এই হঠাতমাথা ঘোরার কারণে কেউ পড়ে যেতে পারে। কিংবা দুর্ঘটনাও ঘটার আশঙ্কা থাকে। অনেক কারণেই মাথা ঘুরতে পারে। তবে কানের ভেতর ভেস্টিবুলোককলিয়ার নামক স্নায়ুতে সমস্যার কারণে বেশি করে মাথা ঘোরে।

এর পিছনে থাকতে পারে অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া, অন্তঃকর্ণের রক্তনালির অস্বাভাবিকতা, অন্তঃকর্ণের প্রদাহ, মেনিয়ারস রোগ, অস্বাভাবিক দৃষ্টিগত সমস্যা, অনেক উঁচুতে উঠে নিচের দিকে তাকালে এবং চলন্ত ট্রেন বা গাড়ি থেকে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকানো।এ ছাড়া অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, মাথার পেছন দিকে ও ঘাড়ের রক্তনালিতে বাধা বা রক্ত সরবরাহে ত্রুটি, মস্তিষ্কের নিচের দিকে টিউমার, মাল্টিপল সোরিয়াসিস রোগ, ভাইরাসজনিত ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস, মধ্যবয়সীদের মিনিয়ার্স রোগ, আঘাতের কারণে পেট্রাস হাড়ের ক্ষতি ইত্যাদি কারণেও মাথা ঘুরতে পারে। এ ছাড়া রক্তে চিনির মাত্রা কমে গেলেও মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা দিতে পারে। শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলেও মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা দেয়। মাথা ঘোরার পাশাপাশি কানের ভেতর শোঁ শোঁ বা দপ দপ শব্দ হতে পারে। কখনো কখনো মাথার বা ঘাড়ের অবস্থান পরিবর্তন করলে সমস্যা বাড়ে এবং কমে।

হঠাতমাথা ঘুরে উঠলে একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরে বসে পড়া ভালো। যাদের বিনাইন পজিশনাল ভার্টিগো সমস্যা আছে, হঠাতঘাড় বা মাথার অবস্থান পরিবর্তন করলে তাদের মাথা ঘোরা শুরু হয়। এজন্য রাতে পাশ ফিরে না শুয়ে চিত হয়ে একটু উঁচু বালিশে মাথা দিয়ে শোবেন। হঠাতকরে মাথা বা ঘাড় উঁচুতে টান টান করবেন না, মাথা ঝাঁকাবেন না। যে কাজ করার সময় মাথা ঘুরে উঠেছে, সেই কাজ থেকে বিরত থাকুন। চিত হয়ে শুয়ে পড়-ন। চোখ বন্ধ করুন। সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকুন। গাড়ি চালাতে থাকলে পা ব্রেকের ওপর রাখুন এবং থেমে পড়-ন। শুয়ে পড়ুন পাশের আসনে। যেকোনো কাজ করবেন পরিকল্পনামাফিক এবং সাধ্যের মধ্যে। অতিরিক্ত চাপ নেবেন না। কাজের চাপে খাবার না খেলে এবং রক্তে চিনির মাত্রা কমে গেলে দ্রুত কিছু খেয়ে নিন। এ সময় বেশি বেশি তরল পান করুন। কিছু কিছু ওষুধ মাথা ঘোরার উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। কোনো ওষুধ গ্রহণে এমন সমস্যা হলে চিকিতককে জানান। খেয়াল রাখবেন দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে যেন থাকা না হয়। মাঝেমধ্যে মাথা ঝিমঝিম করলে বা ঘুরলে অবহেলা করবেন না। কীভাবে মাথা ঘোরা শুরু হয়, হঠাতকরেই শুরু হয় কি না, কতক্ষণ থাকে, মাঝেমধ্যেই হয় কি না। কানের উপসর্গ আছে কি না, অচেতন হয়ে পড়েন কি না এসব ঠিকমতো চিকিৎসককে জানান।

ডায়াবেটিস রোগীরা জেনেনিন, আপনার মাটির নিচের সব্জি খাওয়া যাবে কি না?

চল্লিশ পেরোলেই মাটির নিচের সবজি খাওয়া বাদ দিতে হবে নাকি মাটির নীচের সবজি খাওয়া কমাতে হবে এই নিয়ে অনেকের মনে দুঃশ্চিন্তা কাজ করে। এই নিয়ে একেকজন একেকরকম মন্তব্য দিয়েছেন।চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন সবজি খাওয়া যাবে আর কোনটি যাবে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়াবেটিসে মাটির নীচের সবজি খাওয়া যাবে না এটি একটা মিথ।

আলু, কচু, গাজর, বিটে শর্করার পরিমাণ বেশি। তাই এই সব সবজি পরিমিত খাওয়া যেতে পারে। তবে খাওয়া যাবে না বিষয়টি এমন নয়। আবার মাটির নিচের সবজি হলেও মূলা, শালগম, পেঁয়াজ, রসুন, আদাতে শর্করা কম।

আলু, মিষ্টি আলু, শালগম, বিটের মতো সবজি ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। রান্না না করে সেদ্ধ করে খাওয়া যেতে পারে। সাদা, হলুদ, কমলা, গোলাপি, বেগুনি রঙের মিষ্টি আলুতে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান আছে যা রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। গাজর, মূলা, শালগম, ব্রকোলিতেও রয়েছে প্রচুর উপকারী উপাদান। সেদ্ধ করে পরিমিত পরিমাণে এই সব সবজি খেলে সুগারের ভয় নেই বলেই দাবি বিশেষজ্ঞদের।

মনচলি চক্রবর্তী'র দুটি কবিতা

বাংলার বর্ষাকাল

বর্ষারবায়ু চঞ্চল শনশনকরে বয়ে যায়।
নদীর জল কলকল শব্দে দুকুল ভাসায়।
বাংলার গ্রামে গ্রামে নদী খালে বিলে
জল থৈথৈ করে বৃষ্টিভেজা বর্ষাকালে।
জীবিকা নির্বাহ করে কতো জেলে
মাছ ধরে যায় এই জলে খালে বিলে।
রুই কাতলা শিং মাগুর কই বোয়াল,
আনন্দে নেচে যায় সব মাছের পাল।
ছেলে মেয়েরা একসাথে আনন্দে মেতে উঠে।
বর্ষার জলে ভিজে নাচে, খেলে আর ছুটে।
জলে টুপুটুপু পুকুর নদী খালে বিলের মাঝে,
গ্রাম বাংলায় বর্ষাকাল নতুন রূপে সাজে।

মেঘ খেলে

দিনের প্রখর সূর্যের আড়ালে
আকাশে ঘন কালো মেঘ খেলে।
প্রকৃতির বুক জুড়ে হঠাৎ এলো
হাওয়া এলো মেলো।
বাদল হাওয়াতে গাছ নড়েচড়ে,
ঝড়ে পাতা সজোরে।
পোড়া মাটির গন্ধ ভেসে আসে কুঁড়ে ঘরেতে।
আকাশের কালো মেঘ দেখে,
কৃষকের মন আনন্দে উঠে মেতে।
বৃষ্টির একটি বিন্দু খেলাকরে অমৃত সেজে,
রুক্ষ ধুধু মরুভূমির গুল্মের মাঝে।
প্রকৃতির দগ্ধ বুকে বর্ষার স্নিগ্ধ পরশে,
সবুজ শস্য শ্যামলা সোনার ফসল হাসে।

বিহারের ঔরঙ্গাবাদে মাঙ্কিপক্সের সন্দেহভাজন রোগী

পটনা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় মাঙ্কিপক্স সন্দেহভাজন এক যুবকের সন্ধান মিলেছে। জ্বরের পাশাপাশি শরীরে বড় বড় ফোসকা দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে তিনি দিল্লি থেকে ঔরঙ্গাবাদে এসেছেন। তার রোগের লক্ষণ দেখে মাঙ্কিপক্স হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পুনে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

ঔরঙ্গাবাদের সিভিল সার্জন কাম চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ কুমার বীরেন্দ্র প্রসাদের মতে, যুবক সম্প্রতি দিল্লি থেকে ঔরঙ্গাবাদে এসেছে। যুবক ঔরঙ্গাবাদের কুটুম্বা গ্রামের বাসিন্দা। দিল্লি থেকে বিহারে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। তার শরীরে জ্বরের পাশাপাশি ফোস্কা পড়ার চিহ্ন দেখা দিতে থাকে। বর্তমানে তাকে নিজ বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তদন্তে টিম পাঠিয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছে। তার নমুনা পুনে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হবে। মাঙ্কিপক্সের সন্দেহ থাকায় পুরো গ্রামে একটি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তার সংস্পর্শে আসা সকলের খোঁজখবরও নেওয়া হচ্ছে।

পুস্তকালয়ের নতুন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতার অমৃত-মহোৎসব উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে "ঘর ঘর তেরঙা" পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির আওতায় রবিবার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ রোড (গিরীশ পার্কের কাছে) নতুন ভবন ৩৩-এ পতাকা উত্তোলন করা হয়। কুমারসভার সহ-সভাপতি ভগীরথ চন্ডকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সবাই প্রথমে ভবনের ছাদে পতাকা উত্তোলন করেন। তারপরে, অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যা বিখ্যাত রাজস্থানী কবি ও লেখক বংশীধর শর্মার দেশাত্মবোধক গান 'মেরে যুগ কা যুবপ্রাণ, অঙ্গদাই লেকার ফির জাগ রাহা হ্যায়' দিয়ে শুরু হয়েছিল। তার বক্তব্য রেখে হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী নন্দলাল সিংহানিয়া বলেন, আমাদের ইতিহাস মনে না রাখলে ভূগোল অবনতি হতে সময় লাগবে না। তিনি বলেন, বর্তমান ভারতের অখণ্ডতা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সভাপতির ভাষণে রেখে ভগীরথ চন্ডক বলেন, সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি নির্মাণে কুমারসভার একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে, যার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রবীণ কর উপদেষ্টা রামচন্দ্র অগ্রবাল বলেন, বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে বই দেওয়া সংস্কার গঠনের জন্য শুরু করা উচিত। অ্যাডভোকেট যোগেশরাজ উপাধ্যায় বলেন, শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া কুমারসভার নতুন শক্তি নিয়ে কাজ করা দরকার। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন অরুণ প্রকাশ মাল্লাওয়াত।

কুমারসভার ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। যেখানে নন্দকুমার লাধা, ভগীরথ সারস্বত, সত্যপ্রকাশ রাই, মনোজ কাকড়া, সঞ্জয় রাস্তোগি, গোবিন্দ জয়থালিয়া, নীতীশ সিং, রোশন শর্মা, সীতারাম যাদব, বেদপ্রকাশ গুপ্ত, অমরজিৎ সিং প্রভৃতি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বস্থলীতে নৌকাডুবির ঘটনায় মৃত্যু ১ পর্যটকের নিখোঁজ আরও ১ জন

পূর্বস্থলী, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পূর্বস্থলীর নৌকাডুবির ঘটনায় হল এক পর্যটককের। ওই ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছেন একজন। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রতিনিধিরা।স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পূর্বস্থলীর চুপি এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন চার পর্যটক। জানা গিয়েছে, নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিলেন তাঁরা। সেখানে নৌকাভ্রমণের সময়ই আচমকা উল্টে যায় নৌকা। ডুবে যান মাঝি-সহ মোট পাঁট জন। স্থানীয় বাসিন্দারা মাঝি এবং বাকি দুই পর্যটককে প্রথমে উদ্ধার করেন। ভর্তি করা হয় পূর্বস্থলী হাসপাতালে। এরপর আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়। গতরাতে উদ্ধার হওয়া তিনজন পর্যটককের মধ্যে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে রবিবার সকালে। মৃতের নাম সৌরভ ভট্টাচার্য (৪০)। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগর পুরসভা এলাকায়। তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে এক ব্যক্তি। তাঁর নাম সৈকত চট্টোপাধ্যায় (৪০)।ঘটনাস্থলে রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রতিনিধিরা।

গতকাল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ও পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। এলাকাবাসীও ভিড় জমান ওই এলাকায়। কেন নৌকাডুবির ঘটনা ঘটল তা এখনও জানা যায়নি। ডুবে যাওয়া ওই নৌকার মাঝি ছিলেন মদন পারুই। তাঁর বাড়ি কাস্টশালীতে।জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পূর্বস্থলীর চুপি এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন চার পর্যটক। জানা গিয়েছে, নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিলেন তাঁরা। সেখানে নৌকাভ্রমণের সময়ই আচমকা উল্টে যায় নৌকা। ডুবে যান মাঝি-সহ মোট পাঁচ জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটকরা সকলেই মত্ত অবস্থায় ছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে পুলিশের অভিযানে চার জুয়াড়ি সহ গ্রেফতার ২১ জন

পতিরাম, ৭ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরে রাতভর পুলিশি অভিযানে অবৈধ কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে চার জুয়াড়ি সহ গ্রেফতার ২১ জন। শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত চলে এই অভিযান চালায় পতিরাম থানার পুলিশ।থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বোল্লা, নাজিরপুর, গোপালবাটি, বটুন বাজারে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পতিরামে একটি হোটেল থেকে ৩০ লিটার দেশি মদ এবং বেশ কিছু বিদেশি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে পার পতিরাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে। পার পতিরামের একটি হোটেলে অবৈধভাবে দেশি-বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে হোটেল মালিকের ছেলে বিকাশ সরকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।পতিরাম থানার ওসি বিরাজ সরকার জানান, মদের অবৈধ কারবার, জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে রবিবার সকাল পর্যন্ত ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে পুলিশের অভিযান চলবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের বৈঠক

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : আন্দোলনরত এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন পেয়েই বৈঠকের উদ্যোগ নিল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। সোমবার বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে এই বৈঠক হবে। সরকার তৎপরতার সঙ্গে মেধাতালিকাভুক্ত সকলের নিয়োগ করবে বলে আশাবাদী আন্দোলনকারীরানিয়োগের দাবিতে ২০১৯ সাল থেকে পাঁচশো দিনেরও বেশি সময় ধরে শহরের নানা জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন ২০১৬-র এসএসসিতে মেধাতালিকায় থাকা প্রার্থীরা। এই মুহূর্তে ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থান করছেন তাঁরা। গত ২৯ জুলাই গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত নবম থেকে দ্বাদশের মেধাতালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিদাওয়া শুনেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও। ওইদিন স্থির হয় সোমবার বৈঠকের বিষয়টি। শনিবার বিকাশ ভবনের তরফে ফোন পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থী শহিদুল্লা বলেন, "আমরা আট জন যাব।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন সমিতির উদ্যোগে মালদা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

মালদা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন সমিতির উদ্যোগে রবিবার সকালে মালদা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হল। এই শোভাযাত্রায় মালদা শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।রবিবার জাতীয় পতাকা হাতে কচিকাচারা মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে থেকে মিছিলে শুরু করে। ছোটদের সঙ্গে মিছিলে পা মেলান ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন সমিতির সভাপতি জ্যোতিভূষণ পাঠক সহ অন্যান্যরা। মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তার পরিক্রমা করে। দেশাত্মবোধক সংগীত গাইতে গাইতে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল শহরের পথে এগিয়ে চলে।

পুলিশের ওপর হামলা পশু পাচারকারীদের আত্মরক্ষায় শূন্যে গুলি পুলিশের

কাঠুয়া, ৭ আগস্ট (হি.স.) : গবাদি পশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাওয়া একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজনের হাতে পুলিশের দল আক্রান্ত হয়। এর জেরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলি ছুড়তে হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শরীফকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।জানা গিয়েছে, মাগার খাদের কাছে কয়েকজন গরু পাচারের চেষ্টা করছে বলে পুলিশ খবর পায়। খবর পেয়ে লখনপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পশু পাচারের চেষ্টা নস্যাৎ করে। এসময় পুলিশকে দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। এতে কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি গুরুতর হতে দেখে পুলিশ শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আহত পুলিশ কর্মীদের জিএমসি কাঠুয়ায় চিকিৎসা করা হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করে পরবর্তী তদন্ত শুরু হয়েছে। ঢিল ছোড়া অন্য অভিযুক্তদেরও খুঁজছে পুলিশ।

জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে জনগণকে শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে প্রত্যেককে দেশের তাঁত ঐতিহ্যের প্রচার করতে এবং তাঁতিদের বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করতে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ভারতের তাঁত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে।

তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯০৫ সালে এই দিনে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের স্মরণে এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ৭ আগস্টকে জাতীয় তাঁত দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।দেশীয় তাঁতীদের হাতে বোনা পণ্য ব্যবহারে দেশবাসীকে উৎসাহিত করাও এর উদ্দেশ্য। এই ৮তম জাতীয় তাঁত দিবসে আমরা আমাদের তাঁতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার করার এবং আমাদের তাঁত ও তাঁতীদের, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার জন্য মোদী সরকারের সংকল্পকে আরও এগিয়ে নিতে যেতে হাত মেলানোর বার্তা দিলেন তিনি।

উত্তরবঙ্গে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

পুরসভাগুলিকে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে গত কয়েক দিনে ডেঙ্গি বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পুরসভাগুলিকে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জলপাইগুড়ি জেলায়। এই জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা হল ৭৩০ জন। এরপরেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি মালদায়। এই জেলায় ১৭৭ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া শিলিগুড়িতে ৫৫ জন, কালিম্পংয়ে ৫৬ জন এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে ৪৪ এবং ৪৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। পুরসভা এবং গ্রামাঞ্চল ছাড়াও চা বাগানের শ্রমিকরা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে খবর।মূলত জমা জলে জন্ম নেয় ডেঙ্গির লার্ভা। তাই যাতে এলাকায় জলে জমে না থাকে এবং এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় তার জন্য পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের ওএসডি জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জেলায় ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে। জমা জল রোধে বাড়তি নজরদারি নিয়ে পুরসভার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় ফগিং স্প্রে করা হচ্ছে।যদিও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কারণে স্প্রে করে বিশেষ লাভ হচ্ছে না বলেই স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে জমা জল রোধে বেশি জোর দিতে চাইছে স্বাস্থ্য দফতর।

অনুষ্ঠান মঞ্চে ভিড় দেখে মেজাজ হারালেন মলয় ঘটক

আসানসোল, ৭ আগস্ট (হি.স.) : দলীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে মঞ্চের উপর প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মীকে দেখে মেজাজ হারালেন রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে তৃণমূলের তরফে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে ছাত্রপরিষদের নেতা-কর্মীদের ভিড় দেখেই মেজাজ হারান মলয় ঘটক। বলেন, "মঞ্চে উঠতে গেলে যোগ্যতা লাগে।"তাঁর কথায়, "একটা দল, একটা সংগঠন তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন সেই দল বা সংগঠনের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে। আমরা এসেই দেখলাম স্টেজের উপর প্রায় ৩০০ লোক। কিন্তু স্টেজে ওঠার জন্য যোগ্যতা লাগে। সেই যোগ্যতা যেদিন অর্জন করবেন, সেদিন আপনাকে ডেকে নেওয়া হবে। নিজের সেই স্থান গ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।" মন্ত্রীর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে।উল্লেখ্য, বিভিন্ন ঘটনায় বারবার নাম জড়িয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের, বিতর্কে জড়িয়েছেন তাঁরা। বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের সঙ্গে মন্ত্রীদের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তা নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়াও হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সেই কারণেই কি এবার কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে চাইছেন মন্ত্রী?

সিবিআইয়ের কাছে সময় চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার সিবিআই দফতরের হাজিরা এড়ালেন বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। আগামীকাল হাসপাতালে যেতে হবে, তাই রবিবার ইমেলে সিবিআইয়ের কাছে খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার হাজিরা দিতে হতে পারে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি কে।দিন কয়েক আগে আগামী সোমবার অনুব্রত মণ্ডলকে হাজিরার নির্দেশ দেয় সিবিআই। তবে সেই সময় থেকেই সংশয় ছিল, আদৌ অনুব্রত হাজিরা দেবেন কি না। রবিবার জানা গিয়েছে, আগামীকাল সিবিআই দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না তিনি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইমেল করে সিবিআইয়ের কাছে খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছেন অনুব্রত।

মৃত্যু হল চিতাবাঘের হানায় গুরুতর জখম হরিণের

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : লোকালয়ে চলে এসেও শেষ রক্ষা হল না। মৃত্যু হল চিতাবাঘের হানায় গুরুতর জখম হরিণের। রবিবার এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের লতাপাতা গ্রামে।এই ঘটনায় গ্রামে ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত হরিণটির ময়নাতদন্ত করেছে বনদফতরের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ।জানা গেছে, এদিন সকালে মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌলপাড়ি এলাকায় লোকালয়ে একটি হরিণকে দৌড়তে দেখেন স্থানীয়রা। সাতসকালে লোকালয়ে হরিণটিকে দেখতে পেয়ে ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। হরিণ দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই হরিণটিকে ধরতে তৎপর হন গ্রামবাসীরা। হরিণটি কুকুরের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেয় পার্শবর্তী গ্রাম কুশিয়ারবাড়িতে। সেখানেই এক পুকুরের পাশে বন্য প্রানীটিকে ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। হরিণের পেছনে আঘাতের চিহ্ন দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয় কুকুর বা অন্য কোনও প্রাণীর কামড়ে ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছে। হরিণটি উদ্ধারের পর খবর দেওয়া হয় বনদফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনদফতরের কর্মীরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে বনকর্মীদের পৌঁছানর আগেই মৃত্যু হয় হরিণটির। মৃত হরিণের শরীরে ক্ষতচিহ্ন দেখে বনদফতরের অনুমান কুকুরের কামড় নয়, এটা চিতাবাঘের কামড়েই তৈরি ক্ষতচিহ্ন। মৃত হরিণের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় মাথাভাঙ্গা রেঞ্জে। ময়নাতদন্তের পর দেহ সৎকার করা হয়েছে মাথাভাঙ্গার তেকুনিয়ার জঙ্গলে।এদিন সকালে হরিণটিকে দেখতে ঘটনাস্থলে ভিড় উপচে পড়েছিল।এব্যাপারে মাথাভাঙ্গা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল পাল জানান, জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসা হরিণটি মাঝ বয়সি হগ প্রজাতির। তাঁদের প্রাথমিক অনুমান গত রাতে বা এদিন ভোরে জলদাপাড়া বা চিলাপাতার জঙ্গলে লেপার্ড বা চিতাবাঘ তাকে আক্রমণ করেছিল। আর সে প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে। লোকালয়ে চলে এসেও প্রাণ বাঁচল না হরিণটির।

জলপাইগুড়িতে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মহিলা

খড়িবাড়ি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে পুলিশের গোপন অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার এক মহিলা। তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের একটি দল বুড়াগঞ্জের চরনাজোত এলাকায় অভিযান চালায়। ওই মহিলা একটি গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শ্যামলী সিংহ(৩১)। বাড়ি খড়িবাড়ি থানার বুধসিংজোত এলাকায়। তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। ওই মহিলা মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে খবর।খড়িবাড়ি থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিনপুর এক ব্লকের রাস্তা বেহাল বিপাকে কয়েক হাজার মানুষ

ঝাড়গ্রাম, ৭ আগস্ট (হি. স.) বিনপুর এক ব্লকের জরকাশুলি থেকে শীতমডাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় দেড় থেকে দু কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। বিপাকে পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার এক মাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে একেবারে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনের কাছে বারে বারে আবেদন নিবেদন করেও কোনও সুরাহ হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে ব্লক সদর, গ্রামীণ হাসপাতাল,থানা, পঞ্চায়েত অফিস, বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার একমাত্র ভরসা। আর সেই রাস্তাটির অবস্থা একেবারে বেহাল অবস্থা। খানাখন্দে ভরা এই মাটির রাস্তা দিয়ে এলাকার পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিন রাস্তাটি ব্যবহার করেন।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ব্লক প্রশাসন, স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন কাজ হয় নি। বিনপুর এক ব্লকের জরকাশুলি থেকে শীতমডাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় দেড় থেকে দু কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। প্রায় পুরো রাস্তা জুড়ে গর্ত আর কাদা ভর্তি। সামন্য বৃষ্টিতে মানুষ চালচল প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায় ৮০০ মিটার রাস্তা পুরোপুরি কাদা ভর্তি। যা দিয়ে সবাইকে, মোটরসাইকেল যাওয়ায় অসম্ভব। রাস্তার অবস্থা একেবারে বেহাল অবস্থার জন্য প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তা দিয়ে জরাকাশুলি, শালপাতরা, যশপুর, শীতমডাঙ্গা সহ বেশ কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের মানুষজনেরা যাতায়াত করেন। এমনকি এই রাস্তা দিয়ে রোজদিন স্কুল, কলেজ পড়ুয়ারা হাঁটু সমান কাদা পেরিয়ে স্কুল কলেজে যাতায়াত করেন। এছাড়াও এই রাস্তার উপর দিয়ে স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দাদের বিনপুর বাজার, বিনপুর গ্রামীন হাসপাতাল, থানা, বিডিও সহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়।জেলা সদর ঝাড়গ্রামে আসতে বাস ধরতে স্ট্যান্ডেও আসতে হয় বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন অসুস্থ মানুষ জন।রাস্তার এই অবস্থার করানে অ্যাম্বুলেন্স বা চারচাকা গাড়ি ঢুকতে চায় না।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বারে বার গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে সমস্যার কথা জানানো হলেও সুরাহা হয়নি।

প্রতারণায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার স্ত্রী-ছেলেকে মারধরে গ্রেফতার ৫ প্রতারিত

কাঁথি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার স্ত্রী ও ছেলেকে গাছে বেঁধে মারধরের ঘটনায় রবিবার পাঁচ প্রতারিতকে গ্রেফতার করল পুলিশ।শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লকের কোটবাড় গ্রামের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ শিবশঙ্কর নায়েকের বাড়িতে হামলা চালান 'প্রতারিত' চাকরিপ্রার্থীরা। অভিযোগ ছিল অনেকের থেকেই চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছেন শিবশংকর। কিন্তু শিবশংকরকে না পাওয়ায় তাঁর ছেলে ও স্ত্রী-কে গাছে বেঁদে মারধর করেন 'প্রতারিত'-রা। শিবশংকরের বাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার অভিযোগ পেয়ে ভগবানপুর থানার পুলিশ কালোবরণ, অসীম গোল, দীপক মাইতি, সৌমিত্র দাস ও মোহিত কুমার বেরা নামে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ধৃতদের আজ আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন কাঁথি আদালতের বিচারপতি। যদিও আদালতে পেশের পথেও প্রতারিতরা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

পার্ক সার্কাসের পরে জাদুঘর, প্রশ্নের মুখে রক্ষীদের মানসিক স্বাস্থ্য

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার ভরসন্ধেয় পার্ক স্ট্রিটের কাছে ভারতীয় জাদুঘরে সিআইএসএফ-এর ব্যারাকে ঘটে যাওয়া শ্যুটআউট ঘিরে উঠে আসছে প্রশ্ন। কারণ, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ঘাতক জওয়ান (হেড কনস্টেবল) ওড়িশার বাসিন্দা অক্ষয় কুমার মিশ্র এতবড় কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁর বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে সিআইএসএফ-এর এএসআই রঞ্জিত কুমার সারেঙ্গির। দু'জনই ওড়িশার বাসিন্দা। দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল বলে সূত্রের খবর। ছুটি বাতিল হওয়ায় অক্ষয় নাকি ক্ষুব্ধ ছিলেন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর। সেই ক্ষোভ থেকেই কি এলোপাথাড়ি গুলি সিআইএসএফ-এর ঘাতক জওয়ানের?

মাস তিনের আগেই, গত ১০ জুন পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে ঘটেছিল এরকম একটা ঘটনা। কলকাতা পুলিসের এক জওয়ান ভরদুপুরে এভাবেই এলোপাথাড়ি গুলি চালানোয় মারা যান হাওড়ার বাসিন্দা এক তরুণী। তিনি কাজে যাচ্ছিলেন। পরে পুলিস কর্মী নিজের কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিতর্কের জেরে প্রশ্ন উঠেছিল সশস্ত্র রক্ষীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা। বন্দুকধারী রক্ষী কোথাও মোতায়েনের সময় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাঁর ওপর কতটা আস্থা রাখতে পারেন, তার ওপর কর্তৃপক্ষের নজর রাখার কথা। সেটাও কি খতিয়ে দেখা হচ্ছে? এ ব্যাপারে মনোবিদদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে কতটা? জনাকীর্ণ কোনও জায়গায় এভাবে গুলি চালালে তো মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে!পুলিশের, বিশেষত বন্দুকধারীদের মানসিক স্বাস্থ্য যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা স্বীকার করেছেন পুলিশকর্তা অর্নব ঘোষ। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব থেকে সম্প্রতি বদলি হয়েছেন ডিআইজি পদে। গত ১৫ মে রবিবার সকালে পেড়ারাপুর ফাঁড়ির ব্যারাক থেকে উদ্ধার হয় বিশ্বপ্রিয় কুন্ডু নামে এক পুলিশ কনস্টেবলের গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত দেহ। আদতে তাঁর বাড়ি হাওড়ার আন্দুলে। দু'বছর ধরে কাজের সূত্রে তিনি ব্যারাকে থাকতেন। পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদের জেরেই আত্মহত্যা।অর্নববাবু জানান, ঘটনাটি তাঁকে বেশ নাড়া দেয়। অনেক সময় দেখা যায় পুলিশ কর্মীরা অবসাদে ভোগেন। তাদের কী কারণে অবসাদ তা কাউকেই বলেন না। কোনও অঘটন ঘটলে তখন জানা যায়। পুলিশের কাজের মধ্যে থাকে অনেক রকম মানসিক চাপ। তার থেকে দেখা দেয় মানসিক অবসাদ। সেই অবসাদ যাতে কোনও পুলিশ কর্মীর মৃত্যু কারণ হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য এর ঠিক পরে ৩১ মে চালু হয় চন্দননগর পুলিশদের মানসিক স্বাস্থ্য শিবির। যার নাম দেওয়া হয় 'লেটসওপেন আপ'। এর অর্থ খোলাখুলি কথা বলা। চুঁচুড়া থানায় পুলিশ কর্মীদের নিয়ে এর সেশন হয়। অর্ণববাবু বলেন, লেটস ওপেন আপের মাধ্যমে পুলিশ কর্মীরা অফিসারদের তাদের সমস্যার কথা বলতে পারবে কোনও সংকোচ না করেই। মানসিক চিকিৎসায় পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এসএসকেএম হাসপাতালের ইন্সটিটিউট অফ সাইকিঅ্যাট্রি'-র অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ সুজিত সরখেল বলেন, "উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এমনিতেই ভারতবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনা কম। সেনা থেকে পুলিশ নানা ধরণের রক্ষীর সবাইকে সারভাইভ্যাল স্ট্রাটেজি হিসাবে একটা রেজিমেন্টেড পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যেটা সিভিলিয়ানদের ঘরানা থেকে একদম আলাদা। ওপরওয়ালার নির্দেশ, প্রয়োজনে ছুটি না পাওয়া, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এরকম অনেক পরিস্থিতি বাধ্য হয়ে তাঁদের মেনে নিতে হয়। যার প্রভাব পড়ে মানসিক স্বাস্থ্যে। বিষয়টা সকলের জানা। কিন্তু এ ব্যাপারে যতটা যা যা করা প্রয়োজন, নানা কারণে করা হয়ে ওঠেনি। এর ফলশ্রুতি এখানে-ওখানে নানাভাবে দেখা যাচ্ছে।"পুলিশ কমিশনার অর্ণব ঘোষ বলেন, শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে যেমন কাজে সমস্যা হয় পুলিশ কর্মীদের তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাও জরুরি। প্রয়োজন হলে পুলিশের কাউন্সিলরের সাহায্য নিতে পারবেন পুলিশ কর্মীরা। কোনো পুলিশ কর্মী যদি নিজে তার সমস্যার কথা বলতে দ্বিধা করেন, তাহলে তার ব্যারাকের সহকর্মীদের থেকে জানা যেতে পারে। কোনও পুলিশ কর্মী কোনও অবসাদগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা থানার আইসিদের তা দেখা উচিত। পুলিশের চাকরিতে অনেক রকম চাপ থাকে। ২৪ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। দিনের পর দিন বাড়ি ছেড়ে পরিবার ছেড়ে থাকতে হয়। এ ছাড়া অন্য অনেক কারনে অবসাদ হতে পারে।বন্দুকধারী রক্ষীদের বিভিন্ন কারণে আগের চেয়েও বেশি চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। এই মন্তব্য 'অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ'-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অসীম দে-র। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "আমি সাড়ে ২৪ বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেছি। এর মধ্যে ৯ বছর ছিলাম জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে। বাড়ি থেকে থেকে এত দূরে থাকলে সংসারের নানা বিষয় মানসিকভাবে অনেককে খুব চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। এখন মোবাইল ফোনের জন্য মন খারাপ করা খবরও আগের চেয়ে বেশি আসে। মানসিক স্থৈর্যটা একটা বড় জিনিস। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপর্বটা মারাত্মক কঠিন। জওয়ানদের কাছে এর একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু আজকাল পুলিশে এই প্রশিক্ষণের ওপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা নিয়ে যথেষ্ঠ সংশয় রয়েছে।"সমাধানের পথ তাহলে কী? ডাঃ সুজিত সরখেল বলেন, "দেখুন, বেসিক কালচারের বদল করা খুব কঠিন। প্রায় সব বাহিনীতেই প্রয়োজনের তুলনায় কম রক্ষী দিয়ে চালাতে হচ্ছে। এই সীমাবদ্ধতা এবং রেজিমেন্টাল পদ্ধতি মেনেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আগের তুলনায় আমরা চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের সংখ্যা বাড়িয়েছি। কিছুদিন আগে সীমা সুরক্ষা বলের (এসএসবি) জওয়ানদের শিবির করলাম। আগামী মাসে ওদের মেডিক্যাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেব। বিএসএফ এবং সিআইএসএফ-এর জন্যও পর্যায়ক্রমে কিছু সচেতনতা শিবির হবে। কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশকেও এ ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে। এ ধরণের ক্রমান্বয় কার্যক্রমে সার্বিকভাবে রক্ষীদের মানসিক সুস্থতার পথ খোঁজা সম্ভব।"

রকেট এসএসএলবি-ডি১উৎক্ষেপণ করল ইসরো

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : ফের ইতিহাস গড়ল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ইসরো সফলভাবে প্রথম স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল ডেভেলপমেন্টাল-১(ডি-১)উৎক্ষেপণ করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রবিবার সকাল ৯.১৮ মিনিটে এসএসএলভি রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

শক্তিশালী রকেট পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পিএসএলভি)এবং জিএসএলভি (জিওসাইনোসাস লঞ্চ ভেহিকেল)-র পর এসএসএলভি(স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল) ব্যবহার করা হবে উপগ্রহ পাঠাতে। বিজ্ঞানীরা এই মিশনের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত ছিলেন। দুটি স্যাটেলাইট "আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট-০২" (ইওএস-০২) এবং আজাদিস্যাট স্যাটেলাইট এই ছোট স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

এর ওজন ১৪২ কেজি। এটি ১০ মাস মহাকাশে কাজ করবে। যেখানে আজাদিস্যাট হল আট কেজি কিউবস্যাট। এটিতে ৭৫টি যন্ত্র রয়েছে যার গড় ওজন ৫০ গ্রাম। বিশেষ বিষয় হল, এই স্যাটেলাইটের ৭৫টি যন্ত্র তৈরিতে মেয়ে শিক্ষার্থীরাও অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকীতে বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এসব তৈরি করেছে মেয়ে শিক্ষার্থীরা।

দু থেকে আড়াই মাস ধরে অফিসারের হাতে হেনস্থার শিকার ঃ দাবি ধৃত কনস্টেবলের

কলকাতা,৭ আগস্ট (হি. স.): কলকাতা জাদুঘরে শনিবার গুলি চলার ঘটনায় হতবাক স্থানীয়রা। সিআইএসএফ ব্যারাকে এ-কে ৪৭ থেকে চলে ১৫ রাউন্ড গুলি। সহকর্মীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক এসআই। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে সিআইএসএফ জওয়ানকে। দু থেকে আড়াই মাস ধরে ঊর্ধতন অফিসারের হাতে হেনস্থার শিকার হচ্ছিলেন সে রবিবার এমনটাই দাবি সেই ধৃত কনস্টেবলের।

পুলিশের কাছে ভারতীয় জাদুঘরে বার্স ফায়ারের ঘটনায় অভিযুক্ত সিএফআইয়ের হেড কনস্টেবল অক্ষয়কুমার মিশ্র দাবি জানিয়েছে, দু' থেকে আড়াই মাস ধরে ঊর্ধতন অফিসারের হাতে হেনস্থার শিকার হচ্ছিলেন সে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমাডান্ট সুবীর ঘোষ যে গাড়িতে ছিলেন সেই গাড়ি লক্ষ্য করে ১৩ রাউন্ড গুলি ছোড়েন অক্ষয়।

অভিযোগ উঠেছে, গতকাল রাতে ভারতীয় জাদুঘরে সিএসএফআইয়ের ব্যারাকে একে ৪৭ রাইফেল থেকে পরপর ১৫ রাউন্ড গুলি চলে। এরপর গতকাল রাতেই ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক দল। পরে নিউ মার্কেট থানায় গিয়ে তারা সিএসএফআইয়ের গাড়িটিকেও পরীক্ষা করে।ধৃত সিএসএফআইএফ জওয়ানকে রবিবারই তোলা হবে আদালতে।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপর কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহ সামান্য কমলেও শহর জুড়ে দাপট বেড়েছে ডেঙ্গির। তবে, শহরবাসীকে ডেঙ্গির সংক্রমন থেকে রক্ষা করতে তৎপর কলকাতা পুরসভা।গত কয়েকদিন ধরেই একটানা বৃষ্টিপাতের জেরে বিভিন্ন জায়গায় জমছে জল। জমা জলে বসেছে ডেঙ্গি সংক্রমনও। তবে, শহরবাসীকে ডেঙ্গির সংক্রমন থেকে রক্ষা করতে ময়দানে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বিভিন্ন তালাবন্ধ বাড়ি মশার আঁতুড়ঘর। তাই ডেঙ্গি দমনে সেরকম বাড়ির তালা ভেঙে লার্ভা নির্মূল করা হবে। রবিবার থেকে কলকাতা পুরসভার তরফে শুরু হয়ে গিয়েছে সেই কাজ। এমনকি ধর্মতলায় রবিবার কলকাতা পুরসভার তরফে চলছে সচেতনতামূলক প্রচারও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জগদীপ ধনখড়ের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের শংসাপত্রে স্বাক্ষর নির্বাচন কমিশন-র

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পান্ডে যৌথভাবে রবিবারভারতের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে জগদীপ ধনখড়ের নির্বাচনী শংসাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এর মধ্য দিয়ে দেশের ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল।

নির্বাচন কমিশন জানায়, গত ৫ জুলাই গেজেটে কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি আজ ভারতের চতুর্দশ উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে জগদীপ ধনখড়ের নির্বাচনী শংসাপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

শংসাপত্রের স্বাক্ষরিত অনুলিপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামী ১১ আগস্টে নতুন উপরাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের সময় পাঠ করা হবে।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনায় চমৎকার সহযোগিতার জন্য নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার, ইসিআই পর্যবেক্ষক, দিল্লি পুলিশ, সিআরপিএফ-এর পুরো দলকে প্রশংসা করেছে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) প্রার্থী জগদীপ ধনখড়কে শনিবার উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। লোকসভার সাধারণ সম্পাদক ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার উৎপল কুমার সিং সন্ধ্যায় তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে যৌনকর্মী খুনের কিনারা পুলিশের

কলকাতা,৭ আগস্ট (হি. স.): যত সময় বাড়ছে ততই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছিল দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে যৌনকর্মী খুনের ঘটনায়। যৌনকর্মী খুনের ঘটনায় এবার নয়া তথ্য পুলিশের কাছে এল। রবিবার বড়তলা থানা এলাকার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে যৌনকর্মী খুনের কিনারা করল পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, কিছুদিন আগে নিজের ঘরেই খুন হয় এক যৌনকর্মী। জানা গিয়েছে, সেদিন তার ঘরের আলমারি খোলা অবস্থায় ছিল। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল তাঁর জিনিসপত্র। এরপরই তদন্তে নেমে এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সন্দেহজনক দুটি মোবাইল নম্বরের হদিশ পায় বড়তলা থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতে দুই অভিযুক্ত মণীশ সিংহ ও সুরজ সিংহ-কে পাকড়াও করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হচ্ছে।

গত ২৩ জুলাই হাওড়া স্টেশনে নেমে সোনাগাছিতে চলে আসেন রায়বরেলির বাসিন্দা দুই যুবক। রবিবার পুলিশ সূত্রে খবর, টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের যৌনকর্মীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার ত্রিপুরা আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিট্যুর রাজ্য দপ্তরে। ছবি নিজস্ব।

কাঁঠালতলির দুই গ্রামে জমা জলের সমস্যা সমাধানে পাথারকান্দি সার্কল প্রশাসন

বাজারিছড়া (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী কাঁঠালতলির দুবাগ গ্রামের এক নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু স্থানে জল নিকাশির ব্যবস্থা করতে ময়দানে নেমেছে সার্কল প্রশাসন।

জল নিকাশির অভাবে দীর্ঘদিন ধরে কৃত্রিম বন্যার রূপ ধারণ করে এলাকায়। মূলত লাগোয়া দুটি গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে এলাকায় কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়। এক পক্ষের অভিযোগ, অন্যপক্ষ নাকি পরিকল্পিতভাবে জমা জল নিকাশে নালা বন্ধ করে রেখেছে। আবার অপর পক্ষের দাবি, জমা জল নিকাশির জন্য পশ্চিম প্রান্তের পুরোনো ড্রেন চালু করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে জমা জলে নাকাল হচ্ছেন দুই গ্রামেরই সাধারণ মানুষ।

বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের নজরে আনা হলেও সমস্যার জট খুলেনি। শেষে অভিযোগ জানানো হয় পাথারকান্দির সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্তমজুমদারকে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার দুপুরের দিকে আচমকা পুলিশ ও দলবল নিয়ে গ্রামের ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন সার্কল অফিসার অর্পিতা। তিনি জমা জলের স্থানগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি সরকারি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান সার্কল অফিসার।

সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে একটি অঙ্গীকারপত্রও তৈরি করা হয়। এরই মধ্যে হঠাৎ করে বুলডজার নিয়ে সার্কল প্রশাসনের উপস্থিতিকে ঘিরে কাঁঠালতলিতেও কটামণির মতো উচ্ছেদ চালানো হবে বলে গুজব রটে যায়। এতে গোটা কাঁঠালতলি এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। জল নিকাশি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দড়ি টানাটানি থাকায় এদিন ইতিবাচক কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি সার্কল অফিসার। তবে শীঘ্র নালা নির্মাণ করে জমা জল বের করার ব্যবস্থা করা হবে বলে খবর।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, কুমারঘাট থানাধীন ৯১ মাইল এলাকার এক পুকুরের জলে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ও শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটি উত্তর পাবিয়াছড়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক ফকিরচাঁদ সরকারের ছেলে দুলাল সরকারের বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

কুমারঘাট থানার এসআই সৈকত দে জানান, আজ রবিবার সকালে তরতাজা এক যুবকের মৃতদেহ পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধারের খবর চাউর হলে কাতারে কাতারে ভিড় জমান এলাকার মানুষজন। ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয় কুমারঘাট থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে দলবল নিয়ে তিনি পৌঁছেন ঘটনাস্থলে। সেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দুলাল সরকার বলে শনাক্ত করেন প্রতিবেশীরা। দুলাল সরকারের পরনে ছিল ফুলস্লিভ শার্ট ও ফুল প্যান্ট। তবে পায়ে ছিল না চটি বা জুতো, জানান পুলিশের এসআই দে।

তাঁর পরিবারের লোকজন জানান, গতকাল দুপুর থেকে দুলালের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর সন্ধানে সম্ভাব্য সব জায়গায় খবরাখবর নিয়ে ব্যর্থ হন পরিবারের সদস্যরা। আজ সকালে পুকুরে তাঁর মৃতদেহ দেখে অবাক হয়ে যান পরিবার সহ স্থানীয়রা। পুকুরপাড়েই বুক চাপড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত করে ফটিকরায়ে সরকারি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। তবে দুলাল সরকারের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা জানতে তদন্ত করা হবে বলে জানান পুলিশ অফিসার সৈকত দে।

ভোক্তারা

● প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে কল ব্যস্ত করে রাখা হয়। এ বিষয়ে ফেডকো এর কাছে জানতে চাইলে তারা সংবাদ মাধ্যমের কাছে কিছুই বলতে নারাজ। এতে বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। ফেডকোর বাজে পরিষেবায় সাধারণ জনণের প্রশ্ন গত চার বছরেও জনগণের বিদ্যুৎ যন্ত্রনা হ্রাস করতে পারেনি বামুটিয়া বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস ও বিজেপি সরকার। বিগত বাম আমলেও অন্তত বামুটিয়া এলকার মানুষ এত বিদ্যুৎ যন্ত্রনা পায়নি। সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে বলতে শুরু করেছেন বাম আমলেই ভালো ছিল। সচেতন মহলের দাবি বিধায়ক যেন সরকারি বিধায়ক নিবাস থেকে বেরিয়ে এসে জনগনের যন্ত্রনা কমাতে জনপ্রতিনিধি সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আমতলীতে

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি আরো বলেন যারা এ আক্রমণ সংঘটিত করেছে তারা এলাকার দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত। নাম উল্লেখ করে কিছু বললে পাল্টা আক্রমণ সংঘটিত করবে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে দীনেশ চন্দ্র সরকারের পরিবার। ঘটনায় এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য।

করল স্বামী

● প্রথম পাতার পর

হাতিয়ে নিয়েছে। যদিও থানায় কোন মামলা হয়নি। এই লম্পট যুবকের কাজই মানুষকে লুট করা। এবার আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন তার স্ত্রী সুপ্রিয়া। তবে এখন দেখার বিষয় সুপ্রিয়ার লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে কি আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করে বিশালগড় মহিলা থানা।

শ্বশুরবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

খবর যায় কদমতলা থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্তে নামে। কিভাবে গৃহবধূর মৃত্যু হল অনিয়ে জোর জল্পনা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত জানিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমায় থানায় জানালেও আজ পর্যন্ত কোন তথ্য দিতে পারেনি পুলিশ।

যোগ দিলেন কংগ্রেসে

● প্রথম পাতার পর

১১ মাসের মধ্যেই তার সেই মোহভঙ্গ হয়েছে। সে কারণেই তিনি কংগ্রেস দলকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে মনে করে রাজ্য থেকে বিজেপিকে তাড়ানোর জন্য দলকে শক্তিশালী করতে পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন। কেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস দলের পতাকা তোলে শামিল হলেন সাংবাদিকদের প্রশ্ন বানে জর্জরিত হয়ে বাপ্টু চক্রবর্তী বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যশবন্ত সিনহাকে বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার পর সবগুলি বিরোধী দল তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। অথচ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় আশ্চর্যজনক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটদান থেকে বিরত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বি টিম হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করে চলেছে বলে তিনি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরাতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে থেকে কোনদিনই সম্ভব হবে না তা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। একমাত্র কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে থেকেই বিজেপিকে রাজ্য থেকে তাড়াতে হবে। কংগ্রেসের যোগদান প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাপ্টু চক্রবর্তী জানান রাজ্য এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি কথা বলেই দলে যোগদান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে তিনি তার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দিয়েছেন বলেও জানান।

রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের ১১৬ তম জন্ম জয়ন্তীতে বহু নেতা নেত্রী অন্যান্য দল ছেড়ে কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যকে রাহুমুক্ত করার কাজে সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক লড়াকু নেতা সুদীপ রায় বর্মন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের ১১৬ তম জন্ম জয়ন্তীতে আজ কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক দিনে যোগদান সভায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে যুবনেতা বাপ্টু চক্রবর্তী সহ বেশ কয়েকজন নেতা নেত্রী কংগ্রেস দলে শামিল হয়েছেন। এই ঐতিহাসিক যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র কংগ্রেস দলই লড়াই করতে সক্ষম। তিনি বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হবে তা কংগ্রেস জানে।

কোনদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ধরনের সমঝোতায় আসেনি কংগ্রেস। কংগ্রেস দল মানুষের সঙ্গে আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুদীপ বাবু বলেন কোন কোন দল নিজেকে বিজেপি বিরোধী বলে দাবি করে। অথচ তাদের মুখ এবং মুখোশ আলাদা আলাদা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে রীতিমতো এক হাত দেন সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন যারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দান থেকে বিরত থাকে তাদের রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে দেশবাসী সম্পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন তাদের একটাই লক্ষ্য কংগ্রেস দলকে দুর্বল করা। যারা জাতপাত, ধর্ম বর্ণের নামে দেশকে বিভক্ত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মন। কংগ্রেস দল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, দেশকে কোনভাবেই বিভক্ত হতে দেবে না কংগ্রেস দল।

রবিবার যারা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এখনো যারা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গেছেন তারাও শীঘ্রই কংগ্রেসে ফিরবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে কংগ্রেসের যোগদান করার জন্য যোগাযোগ করেছেন আবার অনেকেই যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করেছেন বলেও উল্লেখ করেন সুদীপবাবু।

তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আয় খুবই সীমিত। যারা ত্রিপুরাকে পশ্চিমবঙ্গের মতো দিল্লির মতো মডেল রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখায় সেই স্বপ্ন কোনদিন এই পূরণ হওয়া নয় বলে তিনি স্পষ্টভাবে জানান। এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন বলেন পশ্চিমবঙ্গ দিল্লি ইত্যাদি রাজ্যের নিজস্ব প্রচুর আয় রয়েছে। তারা তাদের রাজ্যকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিজেদের আয়ের মধ্য দিয়েই দিতে সক্ষম।

কিন্তু ত্রিপুরার আয় সীমিত হওয়ায় এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা ত্রিপুরার জনগণকে দেওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়। যারা রাজনীতির ফেরিওয়ালা হয়ে রাজ্যে মানুষকে দিবা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তারা তাদের নিজেদের আখেরে ঘুচানোর জন্যই এসব বক্তব্য উপস্থাপন করছেন বলেও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন উল্লেখ করেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় এবং প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

নীতি আয়োগের বৈঠকে

● প্রথম পাতার পর

ভারত সরকারের সাথে ভায়্যাবিলিটি গ্যাপ পেমেন্ট সম্পর্কিত এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার, উপযুক্ত সার ব্যবহার, মাটির গুণমান উন্নয়ন, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন, ঋণের সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার গঠনের পর ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের ২১ শতকের উপযোগী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করতে গুণগত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের কারণে ত্রিপুরার পারফরম্যান্স গ্র্যাডিং ইনডে' (পিজিআই্‌ এ উন্নতি হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ত্রিপুরার পিজিআই ক্যাটাগরি ছিল প'ম গ্রেড। ২০১৯-২০ সালে তা হয়েছে প্রথম গ্রেড। রাজ্য সরকার আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে বিদ্যালয় চলো অভিযান চালু করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও লেকচার সম্পচার করা হচ্ছে বন্দে ত্রিপুরা টি ভি চ্যানেলের মাধ্যমে। নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পি এম পোষণ প্রকল্পে শিশুদের সকালবেলার পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার সেই অনুযায়ী ধলাই অ্যাসপিরেশন্যাল জেলায় এই প্রকল্প চালু করেছে। নিপুন ভারত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রাথমিক স্তরের ৯০ শতাংশ শিক্ষককে নিষ্ঠা ৩.০-এর আওতায় ফাউণ্ডেশন্যাল লিটারেসি ও নিউমারেসিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলির প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প 'বিদ্যা সেতু' তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের বর্তমান ১০০টি বিদ্যালয়কে উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করতে 'মিশন-১০০ বিদ্যাজ্যোতি' নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করতে রাজ্য সরকার আগামী তিন বছরে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

তাছাড়া নতুন শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ১৩৫টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা, ৩৬৫টি বিদ্যালয়ে আই সি টি প্রোজেক্ট স্থাপন করা, ৯০টি বিদ্যালয়ে টিংকারিং ল্যাব চালু করা, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য 'সুপার-৩০' প্রকল্প চালু করা ইত্যাদি। তাছাড়া ৮১২টি বিদ্যালয়ে মার্ট ক্লাস এবং ৩০৪টি বিদ্যালয়ে ডিজিট্যাল লাইবেরি (রাজ্যে এই প্রথম) শীঘই চালু করা হবে।

তেমনি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও ইউজিসি/এআইসিটিই প্রশিক্ষিত/স্বীকৃত শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যাক/এনবিএ স্বীক'তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চয়েস ভিত্তিক ক্রেডিট সিস্টেম চালু করা, কলেজগুলিতে নতুন নতুন বিষয় চালু করা, ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থাংনের সুযোগ সম্পসারণে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কোর্স চালু করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। একটি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে রাজ্যে এবং টিআইটি-তে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ড্রোন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে ১টি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে দুটি এমএসএমই প্রকল্প চলছে। উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করতে আইটি দপ্তরের অর্থে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ একটি উদ্ভাবনীমূলক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। নারী শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। রাজ্য ২০৩০-এর মধ্যে ৩০ শতাংশ জিইআর অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নগর কেন্দ্রিক প্রশাসনের উন্নয়নে জিআইএস ভিত্তিক সম্পত্তি কর প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা শীঘই চালু হবে।

২০টি শহুরে স্বশাসিত সংস্থার জন্য বিশেষ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। পুর এলাকায় ১৮টি পরিষেবার মধ্যে ১৭টি'র দায়িত্বভার পুর সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অনেকগুলি পুর পরিষেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। অগি সংযোগের ঘটনা, চুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছোট ও মাঝারি দোকানদারদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমার ব্যবস্থা করেছে যার জন্য সরকার তাদের প্রথম প্রিমিয়াম ১,০০০ টাকা প্রদান করছে। জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার ত্রিপুরা জল বোর্ড গঠন করেছে। এই বোর্ড ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে কাজ করছে। ত্রিপুরা রিয়্যাল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি গঠন করা হয়েছে। ৮৪টি রিয়্যাল এস্টেট প্রকল্পে ৩,১৩৪টি অ্যাপার্টমেন্ট নথীভুক্ত হয়েছে।

ক্রীড়

চেস অলিম্পিয়াড : ভারত ফের যুগ্ম শীর্ষে, মহিলারা অপরাজেয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, চেন্নাই, ৭ আগস্ট।। ভারতীয়রা শীর্ষে উঠে এসেছে। বিশেষ করে ভারতীয়-বি দলের কথা বলা হচ্ছে। অন্য দুটি দলও সমান্তরালে সাফল্যের লক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। মহিলাদের ভারতীয়-এ দল এখন পর্যন্ত অপরাজেয় ভূমিকায় খেলছে। পয়েন্ট তালিকায় আপাতত তৃতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। আজ, রবিবার নবম রাউন্ডের খেলা চলছে। পরবর্তী দুদিন আরো দু রাউন্ডের শেষে বিশ্বসেরা তালিকা তৈরি হবে। চেন্নাইয়ের মহাবল্লীপুরমে ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াড এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শনিবার পর্যন্ত ৮ম রাউন্ডের খেলা সম্পন্ন হয়েছে। সারা বিশ্বের ১৮৬টি দেশের খ্যাতনামা তারকারা লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। দাবাড়ুদের হাট বসেছে চেন্নাইয়ের মহাবলীপুরমে। ওপেন বিভাগে অর্থাৎ পুরুষদের গ্রুপে ভারতীয়-বি দল উজবেকিস্তানের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৯ জুলাই, প্রথম রাউন্ডে ভারতীয় দাবাড়ুরা প্রত্যেকে নিরঙ্কুশ জয় ছিনিয়ে দারুন পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছিলেন। পুরুষ বিভাগে ভারতীয়-এ দল পরপর তিন রাউন্ড ও পঞ্চম রাউন্ডে যথাক্রমে জিম্বাবুয়ে, মলডোভা, গ্রীস ও রোমানিয়া-কে হারিয়েছে। চতুর্থ রাউন্ডে ফ্রান্সের সঙ্গে এবং ষষ্ঠ রাউন্ডে উজবেকিস্তানের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়েছে।৭ম রাউন্ডে ভারতীয়-সি দলকে হারানোর পর অষ্টম রাউন্ডে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে আর্মেনিয়ার কাছে।

আজ ৯ম রাউন্ডে ২১.৫ পয়েন্ট নিয়ে লড়ছে ব্রাজিলের (২১) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-বি দল পরপর ৫ রাউন্ডে এবং ৭ম ও ৮ম রাউন্ডে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব এমিরেটিস, এস্টোনিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, কিউবা ও আমেরিকা-কে হারিয়েছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে যদিও তাঁরা প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে। ৯ম রাউন্ডে আজ ২৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে আজারবাইজানের (২২) বিরুদ্ধে খেলছে। ভারতীয়-সি দল ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম রাউন্ড ছাড়া টানা ৫ রাউন্ডে যথাক্রমে সাউথ সুদান, মেক্সিকো, আইসল্যান্ড, চিলি, লিথুনিয়া-কে হারালেও চতুর্থ রাউন্ডে স্পেন, সপ্তম রাউন্ডে ভারতীয়-এ দল এবং অষ্টম রাউন্ডে পেরুর কাছে পরাজয় তাদের কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। ৯ম রাউন্ডে আজ ১৯ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে প্যারাগুয়ের (২১.৫) বিরুদ্ধে।

মহিলা বিভাগে ভারতীয়-এ দল টানা সাত রাউন্ড ধরে যথাক্রমে তাজিকিস্তান, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, জর্জিয়া ও আজারবাইজান-কে হারানোর পর ৮ম রাউন্ডে ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। ৯ম রাউন্ডে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লড়ছে পোল্যান্ডের (২৪.৫) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-বি দল প্রথম চার রাউন্ডে এবং অষ্টম রাউন্ডে যথাক্রমে ওয়েলস লাটভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এস্তোনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া-কে পরাজিত করেছে। পঞ্চম ও সপ্তম রাউন্ডে যথাক্রমে জর্জিয়া ও গ্রীসের কাছে হারলেও ষষ্ঠ রাউন্ডে ফের চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। আজ ৯ম রাউন্ডে ২১ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে সুইজারল্যান্ডের (২০) বিরুদ্ধে। ভারতীয়-সি দল প্রথম তিন রাউন্ডের পর ষষ্ঠ ও ৭ম রাউন্ডে যথাক্রমে হংকং, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যান্ড-কে হারালেও চতুর্থ ও অষ্টম রাউন্ডে যথাক্রমে জর্জিয়া ও পোল্যান্ডের কাছে হার স্বীকার করে পয়েন্ট খুইয়েছে। পঞ্চম রাউন্ডে ড্র করেছে ব্রাজিলের সঙ্গে। ৯ম রাউন্ডে আজ ১৯.৫ পয়েন্ট নিয়ে খেলছে এস্টোনিয়ার (২০) বিরুদ্ধে।

শঙ্করের মারকুটে ব্যাটিং টানা জয় জয়নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। টানা জয় জয়নগরের। একদিন আগে মৌচাককে হারানোর পর আজ, রবিবার ওপিসি-কে হারিয়ে জেসিসিও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও সংহতির মতো যৌথভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। জেসিসি আজ এমবিবি স্টেডিয়ামে টিসিএ-র সদর সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৭ উইকেটে পরাজিত করেছে। বেলা সোয়া একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওল্ড প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার ছ''বল আগে ওপিসি সবক''টি উইকেট হারিয়ে ১৩৪ সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সেরা ঋতুরাজ দেবনাথের ৩১ রান। যার মধ্যে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে ১৮ বল খেলে। জেসিসি-র স্বপন দাস ১১ রানে চারটি এবং শংকর পাল ২৯ রানে তিনটি উইকেট দখল করেছে। কমল দাস পেয়েছে দুটি উইকেট ২৩ রানের বিনিময়ে। জবাবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব খেলতে নেমে শংকর পালের অনবদ্য মারকুটে ব্যাটিংয়ের দৌলতেই সহজ জয় ছিনিয়ে নেয়। ১৪.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জেসিসি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। শংকর ৪৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারির সৌজন্যে অপরাজিত ভূমিকায় ৭৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয় এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। দিনের খেলা: ব্লাড মাউথ বনাম কসমোপলিটন (সকাল পৌনে নটায়); মৌচাক বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস (বেলা সোয়া একটায়)।

বিক্রমের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে প্রথম জয় স্ফুলিঙ্গের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। দুরন্ত ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ৩ বল বাকি থাকতে জয় পেলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের পর এদিনের জয় কিছুটা হলেও ঘুরে দাড়ানোর রসদ পেলেন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ক্রিকেটাররা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। রবিবার এম বি বি স্টেডিয়ামে হয় ম্যাচটি। মাঠ ভিজে থাকায় এদিনও নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু হতে পারেনি। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৮ এ। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বি সি সি নির্ধারিত ৮ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৭২ রান করে। দলের পক্ষে সাগর শর্মা ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, বিক্রম কুমার দাস ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, শ্যাম শাকিল গণ ৮ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং রিয়াজ উদ্দিন ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে রোহিত পরখ (৩/১৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিক্রম দেবনাথের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ৩ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় স্ফুলিঙ্গ। দলের পক্ষে বিক্রম ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২(অপ:) এবং কামেশ তেওয়ারি ১১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে রাজদীপ দত্ত (২/১৬) সফল বোলার।

রোহিতরে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ছৈলেংটা ইংলিশ স্কুল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। জয় পেলো ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ৫ উইকেটে পরাজিত করলো ছামনু স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। রবিবার ঘাঘরাছড়া স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে রোহিত গুপ্তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সহজ জয় পায় ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ৫১ রান করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেয় ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ওই অলরাউন্ডারটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ছামনু স্কুল মাত্র ৭৫ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ৩৩ রান পায় শ্রীমান অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে ত্রিশান বরুয়া ২১ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং পাইথক ত্রিপুরা ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে রোহিত গুপ্তা (২/৩), সুজিত ঋষি দাস (২/৯), সোমরাজ চৌধুরি (২/১৪), করণ চাকমা (২/১৪) এবং তোজিম দেওয়ান (২/২৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। দলীয় ব্যাটসম্যানরা যখন চূড়ান্ত ব্যর্থ তখনই ২২ গজে জ্বলে উঠে রোগিত গুপ্তা-র ব্যাট। দুরন্ত ব্যাট করে ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান করে অপরাজিত থেকে যায় দিনের নায়ক রোহিত। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। ছামনু স্কুলের পক্ষে অয়ন বরুয়া (৩/১৯) সফল বোলার।

টি-টোয়েন্টি : মৌচাককে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। জয়ের ধারা অব্যাহত সংহতি। একদিন আগে শতদল সংঘকে হারানোর পর আজ, রবিবার মৌচাক ক্লাব-কে হারিয়ে সংহতিও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও জি সি সি-র মতো যৌথভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। সংহতি ক্লাব আজ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে টিসিএ-র সদর সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে মৌচাক ক্লাবকে ৭ উইকেটে পরাজিত করেছে। সকালের বৃষ্টি সিক্ত মাঠ তৈরিতে সময় লেগেছে বলে সকাল ১০টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সংহতি প্রথমে বোলিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে সাত ওভার কমিয়ে নেওয়া হয়। সীমিত ১৩ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মৌচাক ৭১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সেরা বলতে আবু তাহেরের ২৩ রান। ঋতুরাজ দেবনাথের ৩১ রান। যার মধ্যে চোখ জুড়ানো দুটি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে ১৬ বল খেলে। সংহতির শাহরুখ হোসেন ১৩ রানে তিনটি উইকেট দখল করেছে। এছাড়া, অর্কজিৎ দাস, অমিত আলী ও চিরঞ্জিত পাল প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে সংহতি ক্লাব ব্যাট করতে নেমে দেবদত্ত নাটুর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের দৌলতেই এক বল বাকি থাকতে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে নেয়। ১২.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে সংহতি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দেবদত্ত ৩৬ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সৌজন্যে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। তবে বোলিং সাফল্যের নিরিখে শারুখ হোসেন পেয়েছে ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব। দিনের খেলা: শতদল সংঘ বনাম জেসিসি (বেলা ১১টায়)।

নিহালের কাঁধে ভর করে জয়ে ফিরলো পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। জয়ে ফিরলো পোলস্টার ক্লাব। ১০ রানে পরাজিত করলো লড়াকু হার্ভে ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। নিহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তবের ঝড়ো ব্যাটিং এবং বিনোদ কুমারের দুরন্ত ব্যাটিং পোলস্টারকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন। এদিকে প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ হওয়ার পর এদিনের পরাজয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়লো নয়নমনি দেববর্মার হার্ভে দল। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পোলস্টারের ১৩০ রানের জবাবে হার্ভে ১২০ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে পোলস্টার ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান করে। দলের পক্ষে নিহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৩২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, কৃতিদীপ্ত দাস ৩১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। হার্ভের পক্ষে অভিজিৎ দেববর্মা (৩/১৯), তেজস্বি জসোয়াল (২/১২) এবং পামীর দেবনাথ (২/১৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ৩ বল বাকি থাকতে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সম্রাট সিনহা ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, মেহুল সিং ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং তেজস্বী জসোয়াল ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। পোলস্টারের পক্ষে বিনোদ কুমার (৩/১৯), নীহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব (২/২৩), প্রলয় ব্যানার্জি (২/২৭) এবং কাজল সূত্রধর (২/৩০) সফল বোলার।

সাত দেশের লড়াকুদের অপেক্ষায় মেট্রিক্সের রেটিং দাবার প্রস্তুতি তুঙ্গে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। একই ছাদের নীচে ৭ দেশের খেলোয়াড়। আর ওই অভিনব ঘটনাটি হবে মেট্রিক্স চেস আকাদেমি আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষ 'অপর্ণা দত্ত' স্মৃতি আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। মনোরঞ্জন দেব ট্রাস্ট সহযোগিতায় এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ভারতের দাবাড়ুদের পাশাপাশি কলোম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, জাম্বিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের দাবাড়ুরা। ১৩-১৮ আগস্ট হবে আসর। এন এস আর সি সি-র যোগা হলে। এবারের আসরের সবথেকে আকর্ষনীয় বিষয় হলো দুই সুপার গ্র্যান্ডমাস্টারের অংশ নেওয়া। প্যারাগুয়ে থেকে গ্র্যান্ডমাস্টার নিউরিস ডেলগাডো রামিরেজ (২৫৭৯) এবং কলম্বিয়া থেকে গ্র্যান্ডমাস্টার রিউজ ক্রিস্টাইন কেমিলো (২৪৩১) আসরে অংশ নেওয়ার জন্য এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছেন। এর আগে মেট্রিক্স আয়োজিত রেটিং দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার সপ্তর্ষি রায় চৌধুরি অংশ নিয়েছিলেন। এবার দুই সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার এন্ট্রি নেওয়ায় আসরের আকর্ষন কয়েকগুন বেড়ে গেলো নিসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ৪ জন, নেপাল থেকে ৩ জন, শ্রীলঙ্কা থেকে দুই জন এবং জাম্বিয়া থেকে একজন দাবাড়ু আসরে অংশ নিচ্ছেন। ফিডে মাস্টার দাবাড়ু প্রসেনজিৎ দত্তের বিশেষ উদ্যোগে বিশ্বের সেরা দুই দাবাড়ু এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে। এদিকে রাজ্যের দাবাড়ুদের কথা মাথায় রেখে এন্ট্রির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ১০ আগস্ট আসরে অংশ নেওয়ার শেষ দিন। বিশ্বের সেরা দাবাড়ুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ রাজ্যের দাবাড়ুদের করে দিলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। আপাতত ২৩০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। রাজ্যের যে সকল দাবাড়ুকরা এখনও এন্ট্রি নেয়নি তাদের দ্রুত এন্ট্রি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন ভারতীয় যুব দলের কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত।

কমনওয়েলথ গেমস: স্বপ্নের লাফ এলদোস-আবদুল্লার

বার্মিংহাম, ৭ আগস্ট (হি.স.) : অ্যাথলেটিক্স থেকে আরও দু'টি পদক এল ভারতের ঝুলিতে। ট্রিপল জাম্পে সোনা এবং রুপো দু'টিই পদক এল দেশে।পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে পোডিয়াম ফিনিশ করে সোনা জিতলেন কেরলের অ্যাথলিট এলদোস পল। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে রুপোর পদক ছিনিয়ে নিলেন ভারতেরই আবদুল্লা আবুবাকের।লং জাম্প, হাই জাম্পের পর এবার ট্রিপল জাম্প। কমনওয়েলথ গেমসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স। তেজস্বিন শঙ্কর, মুরলী শ্রীশঙ্করের পর ট্রিপল জাম্পে কামাল এলদোস পল, আবদুল্লা আবুবাকেরের। রবিবার ট্রিপল জাম্পে প্রথম প্রয়াসটি খারাপ হয় এলধোসের। তিনি মাত্র ১৪.৬২ মিটার লাফান। দ্বিতীয় প্রয়াস থেকে পারফরম্যান্সের উন্নতি হতে শুরু করে। ১৬.৩০ মিটার লাফান। তৃতীয় প্রয়াসে ১৭.০৩ মিটার লাফান। সেটিই তাঁকে সোনা এনে দিয়েছে। আবদুল্লা কিছুটা পিছিয়ে থেকে শুরু করেছিলেন। তবে পঞ্চম প্রয়াসে তিনি ১৭.০২ মিটার লাফান। তাতেই রুপো নিশ্চিত হয়ে যায়।তৃতীয় স্থানাধিকারী বারমুডার জাহ-নাহাল পেরিনচিফ ১৬.৯২ মিটার লাফ দিয়ে ব্রোঞ্জ পান।এর আগে ট্রিপল জাম্পে চারবার পদক জিতেছে ভারত। তবে পোডিয়াম ফিনিশ হয়নি কোনওবার। এলদোস পল হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি কমনওয়েলথ ট্রিপল জাম্পে সোনা জিতলেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭৪ সালের সংস্করণে মোহিন্দর গিল ব্রোঞ্জ এবং রুপো পেয়েছিলেন। রঞ্জিত মাহেশ্বরী ২০১০ সালের দিল্লি কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ পান। ২০১৪ সালের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন অর্পিন্দর সিং।

দিবারাত্রি ভলিবল আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। একদিনের ডে-নাইট ভলিবল টুর্নামেন্ট। বীর শহীদ প্রয়াত অমল সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। রবিবার বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেনী মাঠে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। সংবাদ লিখা পর্যন্ত লিগ পর্যায়ের খেলা চলছে। রাতে হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। এই টুর্নামেন্টে মোট ১৬ টি দল অংশ গ্রহণ করে। মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করে নক আউট পদ্ধতিতে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১০৯ নম্বর বি.এস.এফ. ব্যাটালিয়ন ডেপুটি কমান্ডেন্ট এন.এস. সৌধা, ছিলেন টি.সি.এ. এপেক্স কাউন্সিল সদস্য দিপক রায়, জোলাইবাড়ি আর.ডি.ব্লকের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান যথাক্রমে রবি নম, ও তাপস দত্ত, এম.ও.আই.সি. বাইখোড়া ডঃ শুভ্রজ্যোতি মজুমদার, বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপাল শুক্ল দাস এবং প্রয়াত অমল সরকারের সহধর্মিণী শিমুলী মজুমদার সরকার। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

ঢাকায় শুরু আন্তর্জাতিক টেনিস ক্যাম্প ও মেগা ক্লিনিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ঢাকায় শুরু হলো আন্তর্জাতিক টেনিস কোচিং ক্যাম্প ও মেগা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক। ভারত বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় রবিবার ঢাকাস্থিত শেখ জামাল টেনিস কমপ্লেক্সে এক মেগা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক এবং আন্তর্জাতিক টেনিস কোচিং ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া সচিব মেজবাহ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে ফোরামের মুখ্য উপদেষ্টা আশিকুর রহমান মিকু, সভাপতি আবু সাঈদ মোহাম্মদ হায়দার, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নেয়াজ আহমেদ। মেগা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিকে প্রচুর সংখ্যক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রীড়াবিদ ছাড়াও ক্রীড়া সংগঠকরা চিকিৎসার সুযোগ নেন। ক্লিনিক পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরার ডাঃ কনক চৌধুরী, ফিজিও ডাঃ বীরবর দেবনাথ, অংশুমান দাশগুপ্ত, রাজন চৌধুরী এবং বাংলাদেশের ডাঃ মহসিন আরিফ জুবের রেবেকা সুলতানা, মহসিন কবীর ও ইশরাত জোহান। এদিকে, আন্তর্জাতিক টেনিস কোচিং ক্যাম্পে রেকর্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও ট্রেনিং সেন্টার থেকে মোট ৭৬ জন টেনিস খেলোয়াড় ও ৩০ জন কোচ অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্প পরিচালনায় নেতৃত্বে রয়েছেন ভারতীয় যুব টেনিস দলের কোচ দেবপ্রিয় দাস ঋষি ও সহকারী কোচ দীপক দাস। আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষে সুজিত ভৌমিক এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বাধীনতার ৭৫বর্ষ উদযাপনে রাজ্য দাবায় সেরা অভিজ্ঞান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো অভিজ্ঞান ঘোষ। ভারতীয় গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায়। স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ওই আসরের উদ্যোগ। রবিবার খেলা হয় স্টুডেন্টস হেলথ হোমে। ৫ রাউন্ডের হয় প্রতিযোগিতা। ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিলেন ৩ জন দাবাড়ু। পরে ভোকলসে বাকি দুইজনকে পেছনে ফেলে সেরা হয়েছে অভিজ্ঞান। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে স্বর্ণদ্বীপ নাথ এবং দীপক চৌহান। দীর্ঘ বছর পর নিজ বাড়িতে এসে ৬৪ ঘরের লড়াইয়ে নেমে চমক দিতে প্রসেনজিৎ দত্ত-র প্রাক্তন ছাত্র ধ্রুবজ্যোতি রক্ষিত। ৫ রাউন্ডে ধ্রুবজ্যোতির পয়েন্ট সাড়ে ৪। ৪ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম থেকে দশম স্থান দখল করে যথাক্রমে রাণু দাস, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শাক্য সিংহ মোদক, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আদৃজা দেবনাথ, শ্রীজিৎ মগ, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির মেলাঘর শাখার সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং প্রাণধন দেবনাথ। এছাড়া অনূর্ধ-৭ বিভাগে আদ্রুষ কর্মকার, পিতম্বর দেবনাথ, ঋদ্ধিমান ভট্টাচার্য, অনূর্ধ-১০ বিভাগে রুদ্রনীল দেবনাথ, মৌলী ভট্টাচার্য, অর্ণব দাস, অনূর্ধ-১৩ বিভাগে আয়ুষ সাহা, সোমরাজ সাহা এবং কৌশল সরকার যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এদিকে উদ্যোক্তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন আসরে অংশ নেওয়া দাবাড়ুদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: 13/EE-JRN/PWD/2022-23 Dated:- 02-08-2022

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B), Jirania, West Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura' invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Construction of Veterinary College, R.K. Nagar, West Tripura / SH. Vertical extension of Administrative -Cum- Academic Building (3rd Phase-Part of third floor)/Building portion including internal water supply and sanitary installations(6th Call).
2. Estimated Cost: Rs. 2,56,07,893.13
3. Bid Fee: Rs. 8,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 31/08/2022 upto 3:00PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Jirania Division PWD(R&B),
Jirania, Tripura(W)

ICA-C-1718-22

NOTICE INVITING e-TENDER

The Department of Agriculture invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from Outsourcing Agencies (Service Provider), a registered legal entity like a Company, Society, Limited Liability Partnership (LLP) etc. Bid will be opened for eligible bidders till **22-08-2022** for the following work:

Sl.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender Fee	Period of Contract	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Outsourcing of 83 Nos Sector Technology Manager (STM) at Agri. Sector Level under RKVY Scheme during 2022-23	1,66,00,000/-	EMD: 11,66,000/- Tender Fee:5,000/-	10(ten) month	22-08-2022 upto 17.00 hrs	23-08-2022 at 12.00 hrs	e-Procurement Portal, Government of Tripura at https://tripuratenders.gov.in.

All information of the above stated tender is available in https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall participate in bidding, only in online mode, through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-tender website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically is not permitted.**

Tender Fee and **Earnest Money Deposit** are to be paid electronically over the Online Payment facility provided in the Portal, **any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date,** using either of the supported Payment Mode like **Net Banking/ Debit Card/ Credit Card.** The **Bid Fee** of **Rs.5,000.00 (Rupees five Thousand)** only, as paid electronically over the Online Payment facility, is **Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.**

Bid(s) shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the same shall be accessible by intending Bidders through website https://tripuratenders.gov.in. Only.

ICA/C/1714/22

Sd/- (Saradindu Das)
Director of Agriculture
Tripura

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শাসকদলের কর্মীর দলত্যাগের মিথ্যা প্রচারর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগস্ট ।। বিশালগড় মন্ডল অন্তর্গত অরবিন্দনগরের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা তথা সিপাহীজলা জেলা উত্তরের ওবিসি মোর্চার সদস্য সঞ্জয় দেবনাথ কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন বলে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন বিরোধী দলের সমর্থকরা। সঞ্জয় দেবনাথের স্ত্রী অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়ার সুবাদে এই অপপ্রচার আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় নানা জল্পনা কল্পনা।এই সংবাদ নিজ কানে আসতেই নড়ে চড়ে বসেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপি ওবিসি মোর্চার সদস্য সঞ্জয় দেবনাথ। রবিবার দুপুরবেলায় বিশালগড় বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে সে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপাহীজলা জেলার ওবিসি মোর্চার সদস্য সঞ্জয় দেবনাথ জানান তিনি দীর্ঘ ২০১৪ সাল থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করছেন। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যকর্তা হয়ে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। বহু কষ্টের ফলে স্বৈরাচারী সিপিএমকে উৎখাত করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিগত দু'বছর ধরে তিনি সিপাহীজলা জেলা ওবিসি মোর্চার সদস্য পদ গ্রহণ করেন। উনার কিছুদিন শরীর খারাপ থাকায় সমস্ত কাজকর্ম থেকে তিনি অব্যাহতি নিয়েছেন। পাশাপাশি শরীর ভালো হওয়ার পর তিনি পুনরায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যকর্তা হিসেবে ময়দানে নেমে পড়েন। সিপাহীজলা জেলার ওবিসি মোর্চার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার এই খবরটিকে পরিবর্তন করে তিনি বিজেপি দল থেকে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এ খবরটি অপপ্রচার করছেন বিরোধীরা। কংগ্রেস পার্টি চক্রান্ত করে উনার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছেন তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান। পাশাপাশি তিনি আরো জানিয়েছেন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অরবিন্দ নগরের এক ইঞ্চি মাটিও তিনি বিরোধীদের জন্য ছাড়ছেন না। ভারতীয় জনতা পার্টির দলের হয়ে কাজ করে যাবেন। তাছাড়া বর্তমানে ভারতবর্ষে কংগ্রেস তার অস্তিত্ব রক্ষায় হিমসিম খাচ্ছে। আগামী দিনে কংগ্রেসের নাম ভারতবর্ষে থাকবে কিনা তা নিয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। অরবিন্দ নগরে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসেবে সঞ্জয় দেবনাথের নাম সারাজীবন থাকবে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সদস্য জয়ন্ত দাস, বিশালগড় বিজেপি মিডিয়া ইনচার্জ বাপ্পি সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

করুণানিধির মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

চেন্নাই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির মৃত্যুবার্ষিকীতে রবিবার ডিএমকে সভাপতি তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর পিতার স্মরণে এদিন দলের নেতারা একটি মিছিল করেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্টালিন। করুণানিধির স্মৃতিসৌধে ওই মিছিলে ডিএমকে নেতা দয়ানিধি মারান, কে কানিমোঝি এবং মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি ২০১৮ সালের ৭ আগস্ট মারা যান। প্রয়াত নেতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ম্যারাথনও অনুষ্ঠিত হয়।

গোমতী জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদয়পুরবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ক্যানসার হাসপাতালের একটি ইউনিট খোলার জন্য আবেদন জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি প্রেরন করা হয়েছে উদয়পুর মহকুমারবাসীর পক্ষ থেকে।
দশজনের স্বাক্ষর করা চিঠির বর্ননা করতে গিয়ে রবিবার সকালে মহকুমাবাসীর পক্ষ থেকে শ্রীবাস দাশ,মানিক বিশ্বাস,নিখিল দাশ জানান বর্তমানে উদয়পুর মহকুমায় টেপানিয়াস্থিত জেলা হাসপাতালে দক্ষিণ, গোমতী, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে রোগীরা চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে আসেন। ফলে এই হাসপাতালে রোগীর ভিড় এতো বেশি হয় যে এখানে ডাক্তার কম থাকার কারণে রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয় এবং স্থান সংকলান হয়না। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঠিক মতো হয়না। অথচ উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে এক / দুই টি ইউনিট বিশেষ করে শিশু ও স্ত্রীরোগ ইউনিট চালু করার অনুরোধ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে এবং উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে ক্যান্সার হাসপাতালের একটি ইউনিট যেমন ক্যামো থ্যারাপি, রেডিয়েশন ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র খোলার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে উদয়পুরবাসীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।
চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, রাজ্যের স্বাস্য সচিবও স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রত্যাশা সরকার হয়তো তাদের আবেদন বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেই প্রত্যাশাতেই রয়েছেন তারা।

রবিবার যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত বিজেপির সদর কার্যালয়ে। ছবি নিজস্ব।

বাটলা হাউস থেকে আইএস-র মডিউল সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার বাটলা হাউস থেকে আইএসআইএস মডিউলের এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। অভিযুক্তের নাম মহসিন আহমেদ। তিনি বিহারের বাসিন্দা, একজন মৌলবাদী এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন আইএসআইএসের সক্রিয় সদস্য, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাটলা হাউসে বসবাস করছিলেন।
সূত্রের মতে, ২৫ জুন এনআইএ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ১৫৩বি ধারা এবং ইউপি (পি) আইনের ১৮, ১৮বি, ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ ধারায় মামলা দায়ের করেছিল। এরপর তার খোঁজে তল্লাশি চলছিল। গ্রেফতারের পর অভিযুক্তের ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টও খতিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

জোলাইবাড়ীতে যুব মোর্চার কার্য্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট ।। সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে ও আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে রামরাইবাড়ী এডিসি ভিলেজের কমিউনিটি হলে অনষ্ঠিত হয় কার্য্যকারিনী বৈঠক। আজকের এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকর্তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয় আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ৩৮ জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাবে। সকলে আশাবাদী আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের চিন্তা ভাবনাকে সফল করতে লোকজন বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাবে। আজকের এই কার্য্যকারিনী বৈঠকে নেতৃত্ব দেন ৩৮ জোলইবাড়ী বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী। আজকে যুব মোর্চার কার্য্যকারিনী বৈঠকে উপস্থিত যুবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্যকরাযায়।

সোনামুড়ায় রক্তদান শিবির বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ আগস্ট ।। আজ এসএফআই এবং টিএসইউ সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোনামুড়া সিপিআইএম পার্টি অফিসের হল ঘরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, সি পি আই এম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তপন দাস, এসএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক আনিসুর রহমান, টি এস ইউ সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুমিত মুরাসিং, ডি ওয়াই এফ আই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা। এই দিনে রক্তদান শিবিরে নারী এবং পুরুষ মিলে মোট ২১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। সারা রাজ্য যখন রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে ঠিক এই সময়েই বামপন্থী গণ সংগঠনগুলি একের পর এক রক্তদান শিবির করে যাচ্ছে। এই রক্তদান শিবিরে যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পাথারকান্দিতে ব্রাউন সুগার সহ আটক ব্যক্তি

পাথারকান্দি (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : পাথারকান্দিতে ফের উদ্ধার হয়েছে ড্রাগস। শনিবার রাতে ড্রাগস-বিরোধী অভিযানে নেমে এই সাফল্য পেয়েছে পাথারকান্দি থানার পুলিশ। মাদক কারবারি অভিযোগে পাকড়াও করা হয়েছে থানা থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরের বাসিন্দা জনৈক রইস আলির ছেলে মণির উদ্দিনকে। তার বাড়িতে মজুত ব্রাউন সুগার ভরতি ১৪৪ কৌটো উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ রবিবার পাথারকান্দি থানার এসআই রাজপ্রতাপ সিংহ জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাত অনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ থানা থেকে প্রায় তিনশো মিটার দূরত্বে মণির উদ্দিনের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ১৪৪টি ব্রাউন সুগারের কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে বাড়ি-মালিক মণিরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। গোটা রাত মাদক কারবার সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।
পুলিশি জেরায় মণির নাকি বলেছে, ড্রাগসগুলি সে আসিমগঞ্জের জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে কিনে এনেছিল। এগুলি অন্যত্র পাচারের পরিকল্পনা ছিল তার। এছাড়া সে নিজেও নাকি ড্রাগসে আসক্ত, ধৃতের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে জানান পুলিশ অফিসার রাজপ্রতাপ সিংহ। পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে। সাব-ইনস্পেক্টর সিংহ জানান, মণির উদ্দিনকে আজ করিমগঞ্জির বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন তেলেঙ্গানার প্রবীণ নেতা দাসোজু শ্রাবণ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : তেলেঙ্গানার প্রবীণ নেতা ডঃ দাসোজু শ্রাবণ কুমার রবিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। দাসোজু, সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিজেপির রাজ্য দলের ইনচার্জ তরুণ চুগ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডির উপস্থিতিতে তিনি এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।
দিল্লিতে তাঁর যোগদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য বিবেক ভেঙ্কটস্বামী, সাংসদ লক্ষ্মণ এবং মুরলীধর রাও উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন কংগ্রেস মুখপাত্র ডঃ দাসোজু শ্রাবণ কুমার শুক্রবার দলের রাজ্য সভাপতি এ রেভান্থ রেড্ডিকে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে কাজ করার অভিযোগ এনে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নকে সামনে রেখে, রাজ্য মহিলা কমিটির ঘোষণা করলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস রবিবার আগরতলার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য মহিলা কমিটির ঘোষণা করেছে।
রাজ্য মহিলা কমিটি ঘোষণা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পান্না দেব এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। এইদিন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পান্না দেব মহিলা কমিটি ঘোষণা করার সময় বলেছেন, ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসে ৩০ জনকে নিয়ে প্রদেশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৯ জন সহ -সভানেত্রী, ৬ জন সাধারণ সম্পাদিকা, ৬ জন সম্পাদিকা, ৮ জন কার্যনির্বাহী সদস্যা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, আগামী ১১ আগস্ট রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সকল ৯ ঘটিকায় বটতলা বাজারের ব্যবসায়ী ভাইদের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হবে। তারপর আমরা পশ্চিম পুরুষ ও মহিলা থানায় রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হবে। সেইদিনই দুপুর ১টার সময় আমাদের প্রদেশ কার্যালয় দলের সমস্ত ভাইদেরকে রাখি পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে। আগামী ১২ ও ১৩ অগাস্ট আমরা রাখিবন্ধন উৎসবের কর্মসূচি নিয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হবে। আগামী ২২ অগাস্ট দক্ষিণ জোনে ৭দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হবে, ২৯ আগস্ট পূর্ব জোনে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে।

ভগৎ সিং যুব আবাসে অষ্টম জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। রাজ্যের হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশমচাষ শিল্পীদের বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য ও গুণমান বজায় রেখে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। বাজারজাতকরণের লক্ষ্য নিয়ে রুচিসম্মত পণ্য উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য বেশি করে বিক্রি হলেই এই শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের আর্থিক বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হবে। সরকার রাজ্যের তাঁত শিল্পীদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পণ্যের বাজারজাতকরণ ও মূলধন সংস্থানের বিষয়ে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজ হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে অষ্টম জাতীয় হস্ততাঁত দিবসের উদ্বোধন করে একথা বলেন।
উল্লেখ্য, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে এবার জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রী চন্দ্রা বলেন, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের এক অনুষ্ঠানে আজকের দিনটিকে জাতীয় হস্ততাঁত দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণ দেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের স্বনির্ভর করে তোলা। তিনি বলেন, দেশে এই শিল্পের সাথে প্রায় ৫০ লক্ষ শিল্পী যুক্ত রয়েছেন। প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা এই শিল্পে টার্ণওভার রয়েছে। তিনি উপস্থিত তাঁতশিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাজ্য সরকার আপনাদের উৎপাদিত পণ্য বর্হিরাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যে এখন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পের মোট ১০৪টি ক্লাস্টার রয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা কুন্তল দাস, দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা অনির্বান দত্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েভার্স সার্ভিস সেন্টারের সহ অধিকর্তা বিজয় পি এস সমারকার, কেন্দ্রীয় সরকারের রিসার্চ এক্সটেনশান সেন্টারের বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ বিশ্বাস, রেশম শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক প্রদীপ সাহা এবং পূর্বাশার আধিকারিক সুভাষ সূত্রধর।
অনুষ্ঠানে স্টেট ম্যারিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় রেশম শিল্পী রবিশ্বরী রূপিনী, মাজেদা খাতুন, হস্ততাঁত শিল্পী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা, মনমোহন দেবনাথ, হস্তকারু শিল্পী হরিচরণ দাস ও রীমা দেববর্মাকে। তাছাড়া হস্ততাঁত শিল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম রত্নাপ্রভা চাকমা, দ্বিতীয় সুচিত্রা ত্রিপুরা ও ত'তীয় বিরজা সিনহাকে পুরস্ক'ত করা হয়। রেশমগুটি উৎপাদন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম মিলন্তি রূপিনী, দ্বিতীয় প্রমিলা রূপিনী ও ত'তীয় রীনা শুক্ল বৈদ্যকে পুরস্কৃত করা হয়। হস্তকারু শিল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম উৎপল দাস, দ্বিতীয় সুমন সূত্রধর ও ত'তীয় গীতারানী দাসকে পুরস্ক'ত করা হয়।এ সমস্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৭,৫০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকার চেক ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ সচিব সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মহিলারা চিরাচরিত পোশাকে ফ্যাশান শো-তে অংশ নেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাস্টার তাদের উৎপাদিত রেশম শাড়ি, রেশম সূতা, তুঁত পলু, কুটির শিল্পের সামগ্রী, রিসা, পাছড়া ইত্যাদি প্রদর্শন করে ও বিক্রয় করে। অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা স'য় চক্রবর্তী সহ বহু শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পতাকা বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জিরানীয়া অগিবীণা হলে আজ বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করেন। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এবং জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত স্বসহায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ করতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের কাছে গর্বের। পূর্ন সম্মান জানিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জিরানীয়া মহকুমায় প্রায় ২৭,৫০০টি জাতীয় পতাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মহকুমার প্রতি ব্লকে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক জীবনকৃষ্ণ আচার্য, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও অনুরাগ সেন, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মঞ্জু দাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভোমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন।

বিলোনীয়ায় যুবমোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ আগস্ট ।। রবিবার ৩৫ মন্ডল যুবমোর্চার কার্যকরণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে। ৩৫ মন্ডল যুবমোর্চার উদ্যোগে এই দিনের কার্যকারণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর প্রদীপ প্রজ্বলন ও রাষ্ট্রীয় গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই দিনের বৈঠক। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন যুবমোর্চার দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দাস, ৩৫ মন্ডল যুবমোর্চার সভাপতি রাহুল চৌধুরী সহ বিলোনিয়া যুব মোর্চার অন্যান্য কার্যকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে বিগত দিনের সাংগঠনিক কাজের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার পাশাপাশি আসন্ন ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে উক্ত সাংগঠনিক সভায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কার্যকারণী সভায় যুব সংগঠনকে আরো মজবুত করে নির্বাচনী রণকৌশলে সকলে একযোগে কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ হন।

হর ঘর তিরঙ্গা-সফল করতে কল্যাণপুরে যুব মোর্চার উদ্যোগে বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ আগস্ট।। হর ঘর তিরাঙ্গা। এই অভিযানকে সফল করতে কল্যাণপুর বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল কার্যক্রমে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এই চলতি মাসের ১৩ থেকে ১৫ ই আগস্ট রাজ্যের প্রতিটি ঘরে তেরঙ্গা ঝান্ডা তোলার আবেদন জানিয়ে প্রত্যেকটি বাড়িতে যাবে যুব মোর্চার সদস্য সদস্যরা। তার পাশাপাশি ২০২৩ এ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ বানিয়ে কিভাবে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা যায় এবং আগামী নির্বাচন অবধি কি হবে রনকৌশল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তার পাশাপাশি যুব মোর্চার পতাকা তলে আরো নতুন নতুন যুবকদের যুক্ত করা এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের সভায়। কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় হর ঘর তিরঙ্গা এই অভিযানকে সামনে রেখে কল্যাণপুর যুব মোর্চা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে হবে প্রভাত ফেরী, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সাইকেল রেলি সহ আরো নানান অনুষ্ঠান। ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৬ টি বুথ কমিটির যুব মোর্চার ভাই-বোনরা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে যাবে তেরঙ্গা পতাকা যেন সবাই নিজ নিজ বাড়িতে তুলেন সেই বিষয়ে বলার জন্য। এদিনের সভায় ৫৬টি বুথ কমিটি থেকেই যুবক যুবতীরা অংশ নেয় যুবমোর্চার মন্ডল কার্যকারিনী বৈঠক এ। সভায় কল্যাণপুর যুব মোর্চা মন্ডল সভাপতি শুভঙ্কর সেনকে সভাপতি করে বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাজীব পাল, মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। এই সভাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পড়ে কল্যাণপুরে।

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট।। রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের ৫ শতাংশ ডি এ প্রদান করায় রবিবার বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক মিছিল সংগঠীত করল। মিছিল শেষে সকলে বাজার সভায় মিলিত হয়। বাজার সভায় বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সদস্যরা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে জানান বর্তমান রাজ্যসরকার কর্মচারীদের উন্নয়নে সর্বদা চিন্তা ভাবনা করছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার অনেক ঋনে জর্জরিত অপরদিক করোনা মহামারির সঙ্গে যুদ্ধ করে আর্থিক মন্দার মধ্যেও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ডি এ প্রদান করছেন। উনারা আশাবাদী রাজ্য সরকার সর্বদা সরকারী কর্মচারীদের পাশে থাকবেন। রাজ্য সরকারের এই চিন্তা ভাবনার সাধুবাদ জানিয়ে আজকের সভায় বক্তব্য রাখলেন বক্তারা। আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের ডি এম সি রনজিৎ মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ বৈদ্য, অবসর প্রাপ্ত কর্মী হরিশঙ্কর সরকার সহ বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।